জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বাউড়ি সম্প্রদায়ের সভা

বাউড়ি সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে রবিবার আসানসোলে বিরাট মিছিল এবং সভা করলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। এই সভাতেই এলাকায় বিজেপির শীর্ষ তফসিলি নেতা রাম বাউড়ি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন বিশাল সদস্য-সমর্থক নিয়ে

নতুন ঘূর্ণাবর্ত

বুধবারই তৈরি হবে নতুন ঘূর্ণাবর্ত। এর জেরেই হাওয়াবদল রাজ্য জুড়ে। সোমবার থেকেই দক্ষিণের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টি। বৃষ্টি বাড়বে উত্তরেও

অনুপ্রবেশ? মিথ্যাচার প্রমাণ নীতি আয়োগের রিপোর্টেই

পাটনার রাস্তায় আইনজীবীকে গুলিতে খুন, আইন শিকেয়

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৫১ • ১৪ জুলাই, ২০২৫ • ২৯ আষাঢ় ১৪৩২ • সোমবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 51 • JAGO BANGLA • MONDAY • 14 JULY, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

বিজেপির চরম বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষ, প্রতিবাদে রাজপথে নেত্রী

প্রতিবেদন : বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে লাগাতার বাংলা ভাষা ও বাঙালি বিদ্বেষের প্রতিবাদে এবার কলকাতার রাজপথে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১৬ জুলাই বেলা ১টায় কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হবেন হাওড়া, সল্টলেক, দমদম এবং ভাঙড়ের সর্বস্তরের তৃণমূলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। রবিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ-খবর জানান মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, কলকাতার পাশাপাশি ওইদিনই সারা বাংলা জুড়ে দলের সবক'টি সাংগঠনিক জেলায় বেলা ২টো থেকে ৪টে পর্যন্ত প্রতিবাদ সংগঠিত হবে। এর সঙ্গে মন্ত্রী সাধারণ মানুষকেও এই প্রতিবাদে শামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, এই মিছিল বাংলার অস্মিতাকে রক্ষার মিছিল। বাংলা ভাষাকে অপমান করার প্রতিবাদে মিছিল। দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ওড়িশার মতো বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা বললেই অপমান-অত্যাচারের শিকার হতে হচ্ছে বাংলার মানুষকে। চন্দ্রিমার প্রশ্ন, এ কোন দেশ? কোন রাষ্ট্র? দেশের স্বাধীনতার জন্য, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য যে-রাজ্যের সবথেকে বড় অবদান আছে, যে-রাজ্যের মানুষ জাতীয় বীর দিয়েছে, জাতীয় সৈনিক দিয়েছে, সেই রাজ্যের সব মানুষই তো বাংলাভাষী। আর এখন (এরপর ১০ পাতায়)

মিছিলে প্রতিবাদ

- ১৬ জুলাই দুপুর ১টায় মিছিল শুরু কলেজ স্কোয়ারে, শেষ ডোরিনা ক্রসিংয়ে
- কলকাতার মিছিলের সঙ্গে থাকবে হাওড়া, সল্টলেক, দমদম, ভাঙড়
- ওই দিনই প্রত্যেকটি সাংগঠনিক জেলায় মিছিল হবে দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

প্রকৃতি পরিচয়

বর্ষা দুপুরের রৌদ্র ছায়ায়
মেঘলা আকাশ বৃষ্টি ভেলায়
রাস্তা ও লেকে করাল স্নান
গাছগুলো যেন ফিরে পেল প্রাণ
না আছে শ্যাম্পু, না আছে সাবান
প্রকৃতির জলে, প্রকৃতি প্রাণ,
স্নান করে যেন সমুদ্র স্নান।
না আছে স্নো, না আছে পাউডার,
না আছে চিরুনি, না আছে ব্রাশ।
একেবারে সতেজ সবুজ গাছ
সবুজ সুন্দরীরা সেজেছে আজ।
যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির খেলা
শ্রাবণ ধারায় ঝরিছে বারিধারা
বরষা মোদের ভরসা
আর আকাশের রামধনু,
মেলে ধরে প্রজাপতির পাখা,
বরষে বাঁশরী বেণু।

একতারা আর ডুগডুগিতে
সুরের যদি হয় ঝংকার
তবে মেঘদুপুরে বজ্রধ্বনিতে,
শব্দে সাজে অলংকার।
এটাই বাস্তব এটাই পৃথিবী
এটাই প্রকৃতি বিশ্ব,
যতই দেখি ততই ভাবি
অসাধারণ প্রকৃতি দৃশ্য।

জয়হিন্দ কলোনিতে বাঙালিদের পাশে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা।

বসন্তকুঞ্জের বাঙালির পাশে তৃণমূল কংগ্রেস

প্রতিবেদন : বাঙালি হলেই উৎখাত করো! দেশের বিজেপি-শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালি হটাও-এর এই পরিকল্পনামাফিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম সমাজমাধ্যমে গর্জে ওঠেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তাঁরই নির্দেশে, রবিবার দিল্লির বসন্তকুঞ্জ জয়হিন্দ কলোনির হতদরিদ্র মানুষগুলোর খবর নিতে তাঁদের পাশে দাঁড়াল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। এদিন সকালবেলায় রাজ্যসভার তিন সাংসদের প্রতিনিধি দল সুখেন্দুশেখর রায়, সাগরিকা ঘোষ ও সাকেত গোখেল ঘটনাস্থলে পৌঁছন। ঘণ্টাখানেক জয়হিন্দ কলোনিতে হতদরিদ্র পরিবারগুলোর খোঁজ নিতে গিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে বিজেপির চরম নির্মমতার কথা শুনে তীব্র নিন্দায় ফেটে পড়েন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। তিনি বলেন, যেভাবে বস্তি উচ্ছেদ করছে বিজেপি তা জরুরি সময়ের থেকেও অবর্ণনীয় পরিস্থিতি। সেই সময় জরুরি অবস্থায় বস্তি উচ্ছেদ নিয়ে গোটা দেশে আন্দোলন হয়েছিল। এই দরিদ্র কয়েকশো মানুষ বসন্তকুঞ্জের জয়হিন্দ কলোনিতে দিন কাটান। এঁদের মধ্যে বাঙালি বেশি, অল্পকিছু অসমের পরিবার থাকে। এঁদের মধ্যে কেউ কাগজ কুড়োন, কেউ পরিচারিকার কাজ করেন। যৎসামান্য রোজগারে তাঁদের পরিবার চলে। আর্বজনার স্তূপে ভরা, দুর্গন্ধময়, এককথায় অবর্ণনীয় একটা পরিবেশে তিন দশকের বেশি সময় তাঁরা এই কলোনিতে বসবাস (এরপর ১০ পাতায়)

বাঙালি তাই নাগরিকপঞ্জি থেকে নাম বাদ

প্রতিবেদন : বাঙালি তাই অসমের নাগরিকপঞ্জি থেকে নাম বাদ গেল মহিলার। আতঙ্কে বৃদ্ধ স্বামীকে ছেড়ে বাবার বাড়িতে রয়েছেন প্রৌঢ়া? কী করবেন তিনি? কীভাবে ফিরে যাবেন স্বামীর কাছে? চিন্তায় দিন কাটছে কোচবিহারের বক্সিরহাটের ঝাউকুটি গ্রামের বাসিন্দা আরতি ঘোষের। অসহায় প্রৌঢ়ার পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। রবিবার আরতির বাড়িতে যান জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। বারবার কেন্দ্রের এই অরাজকতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে দল। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে কেন্দ্রের এই (এরপর ১০ পাতায়)

পাশে আছি। আরতি ঘোষকে আশ্বাস অভিজিৎ দে ভৌমিকের।

ছিঃ বিজেপি, পিঠ বাঁচাতে হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী মাঝি

ছাত্রীর গায়ে আগুন লাগানোর সেই ভয়াবহ দৃশ্যের সিসিটিভি ফুটেজ।

ওড়িশায় ছাত্রীর গায়ে আগুন, কোথায় কমিশন আর ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি

প্রতিবেদন : বিজেপি-শাসিত ওড়িশায় এক ছাত্রী লাগাতার তাঁর সঙ্গে যৌননির্যাতনের ঘটনা ও তার প্রেক্ষিতে বিচার না পেয়ে এবার গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে হাসপাতালে ভর্তি। প্রায় '৯০ শতাংশ বার্ন' নিয়ে এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। ওই ছাত্রীর নিজেকে আগুন লাগানোর ফুটেজ ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। গোটা ঘটনায় মুখ পুড়েছে বিজেপির। একটি শব্দও এখনও বলেনি কোনও বিজেপি নেতা। অথচ এই ঘটনা বাংলা কিংবা কোনও অবিজেপি রাজ্যে ঘটলে তাণ্ডব শুরু করে দিত। সরকার ফেলে দেওয়ার ডাক দিয়ে দিত। বাংলায় ঘটলে দ্রুত চলে আসত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। জাতীয় মহিলা কমিশন। আরও কত কী! কিন্তু ওড়িশায় বিজেপির সরকার। সেখানে কি আর এসব পাঠানো যায়! পিঠ বাঁচাতে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালে গেলেও শেষ পর্যন্ত সরকারের মুখরক্ষা হবে কি! কারণ এই মুহূর্তে ওই ছাত্রীর যা শারীরিক অবস্থা তাতে তাঁর বাঁচার আশা ক্ষীণ! যদিও ডাক্তাররা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। (এরপর ১০ পাতায়)

ডেকে নিয়ে কৃষি কর্মাধ্যক্ষকে খুন

পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে শুক্রবার রাতে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল বীরভূমের লাভপুর বিধানসভার অন্তর্গত শ্রীনিধিপুরের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি পীযূষ ঘোষকে। শনিবার সকালে মৃত তৃণমূল কর্মীর স্ত্রী তিস্তার সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন জেলা তৃণমূল কোর কমিটির তিন সদস্য বিকাশ রায়চৌধুরি, অভিজিৎ সিংহ এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। (বিস্তারিত ভিতরে)

নানা রকম

তারিখ অভিধান

১৭৮৯ বাস্তিল দুর্গের পতন হল। এদিন ফরাসি রাজতন্ত্রের দমন নীতির মূল প্রতীক বাস্তিল দুর্গ প্যারিসের উন্মত্ত জনতা দখল করে। তারপর দুর্গে বন্দি সমস্ত অসহায় মানুষকে বাইরে বের করে এনে দুর্গে আঘাত হানে। বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস করে ক্ষিপ্ত জনতা তাতে অগ্নিসংযোগ করে। বিনা বিচারে

অন্যায়ভাবে বহু মানুষকে এই দুর্গে বন্দি করে রাখা হত বলে, একে 'স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতীক' বলা হত। এই দুর্গের পতন ঘটাতে উন্মত্ত জনতা প্যারিসের কলকারখানা ও আগ্নেয়াস্ত্রের দোকান লুঠ করে। ওই সময় বাস্তিলে বহু অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে— এই গুজবে বাস্তিল দুর্গে ঢুকে পড়ে। ক্ষিপ্ত জনতা বাস্তিল দুর্গের গভর্নর ডিলুনি ও সমস্ত প্রহরীকে হত্যা করে মজুত অস্ত্র দখল করে নেয়। ঐতিহাসিক গুডউইন বলেছেন, বাস্তিলের পতনের মতো ফরাসি বিপ্লবের আর কোনও ঘটনার এমন সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল না।

১৯৯৭ ভারতের প্রথম দলিত রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন নির্বাচিত হলেন। তিনি দেশের দশম রাষ্ট্রপতি। পুরো নাম কোচেরিল রমন নারায়ণন। ২০০২-এর ২৫ জুলাই তিনি রাষ্ট্রপতি পদে আসীন ছিলেন।

২০১৭ মরিয়ম মির্জাখানি এদিন মাত্র ৪০ বছর বয়সে মারা যান। এই ইরানি প্রথম মহিলা যিনি গণিতে ফিল্ডস মেডেল পেয়েছিলেন। গণিতশাস্ত্র ও রিয়েমান স্তরে জ্যামিতিতে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে এই পদক দেওয়া হয়।

১৯৪২ ওয়ার্ধা অধিবেশনে এদিন কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড়ো প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় ভারতের মঙ্গলের জন্য, বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য, নাৎসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান অপরিহার্য। প্রস্তাবে আরও বলা হয়, ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে চলে গেলে ভারতীয় জনপ্রতিনিধিরা একটি সামরিক সরকার গঠন করবেন এবং সকলের গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান রচনা করবেন। প্রস্তাব অনুমোদনের পর গান্ধীজি ঘোষণা করেন, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। অর্থাৎ দেশ স্বাধীন করব, না হয় মৃত্যুবরণ করব।

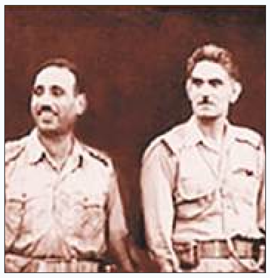

১৯৫৮ ইরাকে বিপ্লব সংঘটিত হল। এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত ইরাকের হাশেমি রাজতন্ত্রের অবসান হয়। রাজা দ্বিতীয় ফয়সাল, তাঁর অভিভাবক যুবরাজ আবদুল্লাহ ও প্রধানমন্ত্রী নুরি আল সাইদ অভ্যুত্থানের সময় নিহত হন। এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইরাকে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন আবদুল সালাম আরিফ ও আবদুল করিম কাসেম।

১৮৫৪ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ওরফে শ্রীম (১৮৫৪-১৯৩২) জন্মগ্রহণ করেন। শ্রেষ্ঠ কীর্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত রচনা। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের শেষ চার বছরে পঞ্চাশটির মতো দেখা-সাক্ষাতের নিপুণ বিবরণ তিনি যত্নসহকারে তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন। যা পরে বই আকারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত নামে প্রকাশিত হয়ে অসাধারণ খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে।

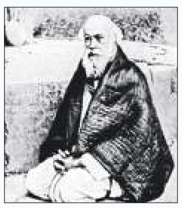

২০২৩ ইসরোর চন্দ্রযান ৩ আজকের দিনে মহাকাশে রওনা দেয়। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা কেন্দ্র থেকে এটির সফল উৎক্ষেপণ সম্ভব হয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে সফল অবতরণ চন্দ্রযান-৩ মহাকাশযানের ল্যান্ডার 'বিক্রমে'র আর তার হাত ধরেই মহাকাশ গবেষণার জগতে নতুন যুগের সূচনা হয়। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছনো প্রথম দেশ হিসেবেই নয়, পালকের মতো চাঁদের মাটি-ছোঁয়া চতুর্থ দেশ হিসেবেও ইতিহাসে নাম ওঠে ভারতের।

পার্টির কর্মসূচি

আউশগ্রাম ১ ব্লকের গুসকরা ২ অঞ্চলে একুশে জুলাই ধর্মতলা চলোর সমর্থনে মহামিছিলে উপস্থিত বিধায়ক অভেদানন্দ থান্ডার, যুবনেতা শান্তাপ্রসাদ রায়চৌধুরি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাপস চট্টোপাধ্যায়, ব্লক সভাপতি-সহ অঞ্চল নেতৃত্ব।

একুশে জুলাই শহিদ দিবসের প্রস্তুতিতে দেওয়াল লিখন ইসলামপুর শহরে। উপস্থিত ছিলেন কানাইয়ালাল আগরওয়াল, রত্ন দাস প্রমুখ।

দমদম বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতির জন্য একটি সাধারণ সভা, সভাপতিত্ব করেন ড. প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৪২

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. রাঙের পাত-বসানো চিত্রবিচিত্র সাজ ৪. মজবুত ৬. ভাড়া, শুল্ক ৭. তেজপাতা ৯. বাণক্ষেপক, শরনিক্ষেপকারী ১২. মহাজনের চাপে খাতকের দ্বারা স্বীকৃত বর্ধিত সুদ ১৩. পান্থশালা, চটি ১৪. প্ররোচনা।

উপর-নিচ : ১. একরকম সুগন্ধী ধান ২. যে রাখে, রক্ষাকর্তা ৩. অনাবৃত ৫. আনন্দজনক উপভোগ্য ৮. হাত দিয়ে আঘাত, চড় ১০. ঔৎসুক্য ১১. একজনের নিমন্ত্রণ ১২. শ্রীকৃষ্ণ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৪১ : পাশাপাশি : ১. পরমহংস ৬. লাউ ৮. তনয়া ৯. নতনাস ১০. খাপরেল ১২. অনীহা ১৩. নোট ১৫. কলেরমানুষ। **উপর-নীচ:** ২. রওয়া ৩. হরিজন ৪. সভা ৫. গতরখাটানো ৭. উপসংহার ১১. লম্বোদর ১২. অতনু ১৪. টক।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ নুসরত

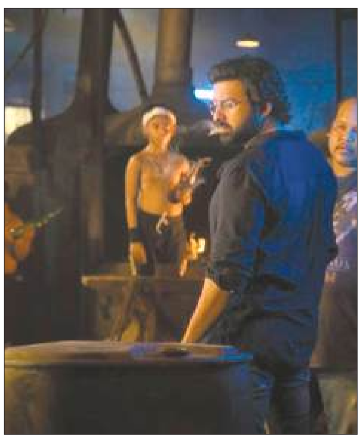

■ অঙ্কুশ

■ কোয়েল

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

৩
১৪ জুলাই ২০২৫
সোমবার

14 July, 2025 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

দীর্ঘদিনের বিবাদ মেটাতে ডেকে নিয়ে গিয়ে যুবককে খুন। হাওড়ার বি-গার্ডেন এলাকার ঘটনা। মৃত যুবকের নাম শেখ সাহেব (২৩)। অভিযোগ পেয়েই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ২ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

শ্রদ্ধায় স্মরণে কবি ভানুভক্ত

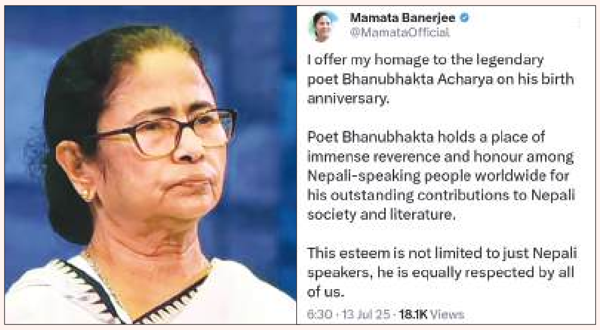
Mamata Banerjee
@MamataOfficial

I offer my homage to the legendary poet Bhanubhakta Acharya on his birth anniversary.

Poet Bhanubhakta holds a place of immense reverence and honour among Nepali-speaking people worldwide for his outstanding contributions to Nepali society and literature.

This esteem is not limited to just Nepali speakers, he is equally respected by all of us.

6:30 · 13 Jul 25 · 18.1K Views

■ কবি ভানুভক্তের ২১১তম জন্মবার্ষিকীতে সমাজমাধ্যমে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও রাজ্য সরকারের তরফে বিধানসভায় তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, নবান্নে মন্ত্রী অরূপ রায়। রবিবার।

গ্রেফতার প্রিন্সিপাল

সংবাদদাতা, ক্যানিং: নাবালিকা ছাত্রীকে অশ্লীল মেসেজ। গ্রেফতার স্কুলের প্রিন্সিপাল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত ক্যানিং থানার রায়বাঘিনি ডিপল হাইস্কুলের ঘটনা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলের প্রিন্সিপাল লাক্ষমান লিমা এক নাবালিকা ছাত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপে অশ্লীল মেসেজ পাঠায়। সেই মেসেজ ছাত্রীর বাড়ির লোক দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ছাত্রীর বাবা-মা এসে স্কুলে প্রতিবাদ জানান। ক্যানিং থানার পুলিশ এসে প্রিন্সিপালকে আটক করে।

ধৃত জিম প্রশিক্ষক

প্রতিবেদন : নিউ বারাকপুরের মাইকেলনগর এলাকায় মদের আসরে এক তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ জিম প্রশিক্ষকের বিরুদ্ধে। বাধা দিতে গিয়ে অভিযুক্তের হাতে আক্রান্ত তরুণীর এক বন্ধুও। মেরে সেই যুবকের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তরুণীর অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আইনি নোটিশ

প্রতিবেদন : প্রকাশ্য জনসভায় বারাসতের তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নাম করে অশালীন মন্তব্য! কচি বামনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে আইনি নোটিশ পাঠালেন তৃণমূল সাংসদের আইনজীবী। ভরা জনসভায় সাংসদ তথা তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্রকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল ও বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যের জন্য মীনাক্ষীর নামে মানহানির মামলার নোটিশ পাঠানো হয়েছে সিপিএমের কার্যালয়েও।

বাংলার বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা মন্ত্রী মানসের

প্রতিবেদন : একদিকে লাগাতার বৃষ্টি। অন্যদিকে, রাজ্যকে না জানিয়ে ডিভিসির হাজার হাজার কিউসেক জল ছাড়া। এই দুইয়ে মিলে রাজ্যের একাধিক জেলা, বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রামের মতো জেলাগুলিতে কার্যত ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি। বাংলার এই বন্যা পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রের ভুল নীতিকে আক্রমণ করলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। রবিবার সোনারপুরে এক রক্তদান ও স্বাস্থ্যশিবিরে যোগ দিয়ে মানস বলেন, কেন্দ্রের উদাসীনতার কারণেই এই পরিস্থিতি। প্রকৃতির তাণ্ডব আর কেন্দ্রের ভুল নীতির ফলে রাজ্য কার্যত স্যান্ডউইচে পরিণত হয়েছে। তবে এই প্রতিকূলতার মধ্যেও রাজ্য প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে। দুর্গতদের জন্য সবরকম ব্যবস্থা করা রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা বন্যা কবলিত এলাকাগুলিতে পৌঁছেছেন। জোরকদমে উদ্ধারকাজ থেকে শুরু করে ত্রাণ বিতরণ চলছে দ্রুতগতিতে। কেন্দ্রের অমানবিক সরকারকে তুলোধোনা করে মানসের আরও বক্তব্য, এই সংকটের সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই কর্তব্য, যা কেন্দ্র সরকার করতে ব্যর্থ হয়েছে।

রাজনীতিতে হেরে গিয়ে ব্যক্তি আক্রমণে বিজেপি : লাভলি

প্রতিবেদন : রাজনৈতিকভাবে না পেরেই নারীবিদ্বেষী দল বিজেপি ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ শুরু করছে। রবিবার বিজেপিকে এভাবেই বিঁধলেন সোনারপুর দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক লাভলি মৈত্র। বিজেপি ট্রেনি সভাপতি লাভলি মৈত্রর বিরুদ্ধে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এইসব অভিযোগেরই সপাটে উত্তর দিলেন তৃণমূল বিধায়ক। তিনি বলেন, নির্বাচনী হলফনামায় আমি যে তথ্য দিয়েছি, সেটাই আমার আসল শিক্ষাগত যোগ্যতা। বিধানসভা বা অন্য কোথায় কী লেখা রয়েছে তার দায় আমার নয়। এরপরেই তিনি বিজেপি ট্রেনি সভাপতিকে এক হাত নিয়ে বলেন, রাজনৈতিকভাবে যেহেতু মোকাবিলা করতে পারছে না বিজেপি তাই নারীবিদ্বেষী হয়ে আমার বিরুদ্ধে এই ধরনের আক্রমণ করছে।

লালবাজারের জালে গ্যাংস্টার

প্রতিবেদন : নারকেলডাঙায় ব্যবসায়ীর থেকে কোটি টাকা ডাকাতির অভিযোগে কলকাতা পুলিশের জালে বিহার-ঝাড়খণ্ডের কুখ্যাত গ্যাংস্টার লাল্লু খান। ওই গ্যাংস্টার তথা সুপারি কিলারের বিরুদ্ধে বিহার ও ঝাড়খণ্ডে বেশ কয়েকটি খুন-সহ ৩০টিরও বেশি অভিযোগ রয়েছে। বিহারের গয়া থেকে লাল্লুকে গ্রেফতার করে রবিবার কলকাতায় নিয়ে এলেন লালবাজারের গোয়েন্দারা।

■ গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের বেলিয়াবেড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একুশের প্রস্তুতিসভায় উপস্থিত জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র, ব্লক তৃণমূল সভাপতি টিঙ্কু পাল, অনুপম মল্লিক, অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি বাণেশ্বর মণ্ডল-সহ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা

মেডিক্যাল পরীক্ষাতেও নারাজ নির্যাতিতা আইআইএম-এর ঘটনায় কাটছে না ধোঁয়াশা

প্রতিবেদন : কাউন্সেলিংয়ের নামে ধর্ষণের অভিযোগে সরগরম কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আইআইএম জোকা। হরিদেবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরই গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত দ্বিতীয় বর্ষের এক পড়ুয়াকে। এক অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে ৯ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল। তবে অভিযোগকারিণীর বিভিন্ন অসঙ্গতিপূর্ণ মন্তব্য ও তাঁর বাবার বয়ানে ধর্ষণ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না। কারণ, একদিকে ধর্ষণের অভিযোগ জানানোর পর মেডিক্যাল পরীক্ষায় মত দেননি নির্যাতিতা। উল্টোদিকে তাঁর বাবার দাবি, মেয়ের উপর কোনও অত্যাচার হয়নি। এমনকী তাঁর মেয়েই নাকি তাঁকে জানিয়েছেন যে ধর্ষণের কোনও ঘটনাই ঘটেনি। তাহলে ধর্ষণের অভিযোগ নাকি বাবার বয়ান, কোনটা সত্যি? খতিয়ে দেখবে বিশেষ তদন্তকারী দল। একইসঙ্গে নির্যাতিতার ফোনের টাওয়ার লোকেশনে জোকা আইআইএমে তাঁর উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছে। ডায়মন্ড হারবার রোডের একাধিক সিসি ফুটেজও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। নির্যাতিতা এবং অভিযুক্ত, দুজনেরই কল ডিটেলস রেকর্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার দিন কখন দু'জনের মধ্যে কথা হয়েছে, তার আগে কতদিন ধরে ফোনে যোগাযোগ—এই বিষয়গুলিরই তদন্ত হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, দু'জনের মধ্যে একাধিকবার চ্যাট হয়েছে। সেই চ্যাট হিস্ট্রি পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা। কতদিন ধরে চ্যাট, কী কী কথা হয়েছে এগুলো খতিয়ে দেখতে চান তাঁরা। অভিযুক্তের পরিবারের কাছে তার মেডিক্যাল হিস্ট্রিও চাওয়া হয়েছে।

■ গোবিন্দপুর রেল কলোনিতে উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের স্মৃতিতে 'আমরা সবাই' ক্লাবের উদ্যোগে ১০০১ জনের রক্তদান শিবির। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, বরো চেয়ারম্যান চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, কাউন্সিলর মৌসুমী দাস, দেবাশিস বসু, আইনজীবী সুব্রত মণ্ডল প্রমুখ। রবিবার।

■ বেলগাছিয়ায় একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে উত্তর কলকাতা জেলা আইএনটিটিইউসি'র ডাকে প্রস্তুতিসভা। রয়েছেন সভাপতি স্বপন সমাদ্দার, অশোক দেব-সহ অন্যরা।

■ দুর্বার সমন্বয় সমিতি আয়োজিত ফ্যাশন শোয়ে অংশ নিলেন যৌনপল্লির মহিলারা। রবিবার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

14 July, 2025 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উচিত শিক্ষা

দিন যত এগোচ্ছে ততই বাংলা এবং বাঙালির প্রতি বিদ্বেষ বাড়ছে বিজেপির। প্রত্যেকদিন কোথাও না কোথাও বিদ্বেষের ছায়া পড়ছে বাঙালিদের উপর। দেশের সংবিধানকে কার্যত শিকেয় তুলে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। কোচবিহারের বাসিন্দা অসমের পাত্রকে বিয়ে করেছেন। এই অপরাধে নাগরিকপঞ্জি থেকে নাম কেটে দেওয়া হল মহিলার। তাঁকে ফিরে আসতে হল কোচবিহারে। দেশের মধ্যে থেকে দেশের মানুষের সঙ্গে বিদেশির মতো আচরণ বিজেপি নতুন করে শেখাচ্ছে। ভারতের সংবিধান সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে। যার মর্মার্থ হল, প্রত্যেকটি মানুষ তাদের পছন্দের ধর্মাচারণ করুক। কিন্তু সেই ধর্মাচারণের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক থাকবে না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যাকে সহজ ভাষায় বলেছেন, ধর্ম হোক যার যার, উৎসব সবার। বিজেপির রাজনৈতিক কোনও অ্যাজেন্ডা নেই। দেশকে নতুন দিশা দেখানোর কোনও বিকল্প পথ দেখাতে পারেনি। সব প্রতিশ্রুতি যে কাগুজে ছিল তা দেশের পরিসংখ্যানের খাতা খুললেই বোঝা যাবে। সেই কারণে ক্ষমতায় টিকে থাকতে ধর্মীয় বিভেদের পথটাকেই বেছে নিয়েছে। কিন্তু ভারতের ইতিহাস বলছে, ধর্মীয় বিভেদ তৈরি করে ভারতে কোনও রাজনৈতিক দলই সাফল্য পায়নি। বিজেপির এই বাংলা এবং বাঙালি বিদ্বেষের যে কারনামা শুরু হয়েছে, তারও উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবেন জনতা-জনার্দন।

e-mail থেকে চিঠি

বাংলা বিদ্বেষী বাঙালির শত্রু বিজেপিকে দিকে দিকে ছুঁড়ে ফেলুন

ভিন রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থার ঘটনা বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলায় কথা বলার অপরাধে বহু মানুষকে 'বাংলাদেশি' বলে অপমানিত হতে হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ, অসম ও দিল্লির মতো রাজ্যে এই ধরনের ঘটনার সংখ্যা বেড়ে চলেছে। জননেত্রী এবার সরাসরি রাস্তায় নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই আন্দোলন শুধুই রাজনৈতিক নয়, এটা বাংলার সংস্কৃতি, পরিচয় ও সম্মান রক্ষার লড়াই। এদিকে মোদি সরকারের বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী বক্তব্যেই স্পষ্ট, সরকারটা স্রেফ মিথ্যে কথাকে আশ্রয় করে চলছে। সরকারের অন্দরে দুই সুর। কয়েকদিন আগেই কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি নাগপুরে এক সভায় বলেছিলেন, দেশে দারিদ্র বাড়ছে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে দরিদ্রের সংখ্যা। যা মোদি সরকার এবং বিজেপিকে প্রবল অস্বস্তিতে ফেলেছিল। কারণ এতদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর পূর্ণ মন্ত্রিসভা বারংবার সভা সমাবেশ প্রচারে বলে আসছে বিগত ১১ বছরে ভারতে দারিদ্র কমিয়ে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। তাহলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কণ্ঠে উল্টো সুর কেন? শনিবার ফের গড়করির বিপরীত অবস্থান নিলেন স্বয়ং মোদি। এদিন রোজগার মেলায় এক ভিডিও বার্তার মাধ্যমে ৫১ হাজার সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র বিলি করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ভিডিও বক্তৃতায় মোদি বলেছেন, বিগত ১১ বছরে ২৫ কোটি গরিব দারিদ্রসীমার উপরে উঠে এসেছে। এই সাফল্য নিছক সরকারের নয়। ওই ২৫ কোটি মানুষের। প্রতিনিয়ত গরিবের সংখ্যা কমছে ভারতে। আর সেজন্য প্রধান কৃতিত্ব ভারত সরকারের নানাবিধ প্রকল্প। সেইসব প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করে গরিব ভারতবাসী নিজেদের প্রচেষ্টায় দারিদ্রসীমার উপরে চলে এসেছে। শুধু যে ২৫ কোটি মানুষ নিজেদের উন্নীত করেছে তাই নয়। যত দিন যাচ্ছে ততই গরিবের সংখ্যা কমছে। এটাই নতুন বিকশিত ভারতের ইঙ্গিত। প্রশ্ন হল, একদিকে নীতিন গড়করি বলছেন গরিব বাড়ছে, আবার মোদি বলছেন, গরিব কমছে। একই সরকার। কোন তথ্য ঠিক? এই মিথ্যুকদের ছুঁড়ে ফেলুন।

— সৃজনী বসাক, যদু মিত্র লেন, কলকাতা ৪

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বঙ্গবিদ্বেষী বাঙালি বিরোধী ছুঁড়ে ফেলো বিজেপি

পদ্মফুলের বাংলার প্রতি ন্যূনতম সহমর্মিতা নেই, নেই সমমর্মিতা। অসম-সহ একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি আক্রান্ত। বাঙালি বিপন্ন। গেরুয়া বদমায়েশি বাঙালিকে ঘরছাড়া, মৃত্যুমুখী করছে। অথচ বিজেপি শাসিত রাজ্যের শিক্ষা দফতরের দুর্নীতি বেপরোয়া। হিসাবশাস্ত্রের জটিল সূত্র জানার দরকার নেই, সাধারণ পাটিগণিতের হিসাবও গুলিয়ে যাচ্ছে তার সৌজন্যে। এই বিজেপিকে একটি ভোটও নয়। লিখছেন

সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়

কোচবিহারের বক্সিরহাটের ঝাউকুটি গ্রামের বাসিন্দা। এমন এক পরিবারের সদস্য যাঁরা বহু প্রজন্ম ধরে সেখানে বসবাস করছেন। এহেন ঘোষ পরিবারের একমাত্র দোষ ছিল তাঁদের মেয়েকে অসমের একটি পরিবারে বিয়ে দেওয়া। বাংলা-বিরোধী অসম সরকার ৫২ বছর বয়সি আরতিকে বিদেশি বা অনুপ্রবেশকারী আখ্যা দিয়ে এনআরসি তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দেয়। এর ফলে তাঁকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আবার কোচবিহারে ফিরে আসতে হয়। এনআরসিতে নাম তোলার আবেদন বাতিল হওয়ার ফলে অসমে হয়রানির শিকার হওয়া বহু উদাহরণের মধ্যে একজন আরতি ঘোষ।

'অপরাধ' শুধু বাংলায় কথা বলা। স্রেফ তার জন্যই 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের উপর হেনস্তার ঘটনা বাড়ছে বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে। পুলিস-প্রশাসনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বটেই, বাংলাদেশি পরিচয় দিয়ে ওপার বাংলায় পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। দিল্লি থেকে আটক করে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে কি না, তা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে বিস্তারিত রিপোর্টও চেয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আর তার মধ্যেই অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছেন, অসমের কোনও বাসিন্দা জনগণনার নথিতে মাতৃভাষা বাংলা লিখলেই বোঝা যাবে রাজ্যে কতজন বিদেশি (বাংলাদেশি) বসবাস করছে। হিমন্তের বার্তা স্পষ্ট, দিল্লি বা ওড়িশার মতো বিজেপি-শাসিত অসমেও কেউ যদি বাংলা ভাষায় কথা বলে, তাহলে তাকে 'বাংলাদেশি' তকমা দেওয়া হতে পারে।

আমরা দেখছি, বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাংলার মেয়ের নাম এনআরসিতে বাদ দিয়ে তাঁর নাগরিকত্ব হরণ করে তাঁকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে তকমা সেঁটে দেওয়া হচ্ছে। কোথাও আটক করা হচ্ছে। আবার কোথাও হয়রানি। পুশব্যাক করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া পর্যন্ত হয়েছিল। ওড়িশা, মুম্বই, দিল্লি সহ বিভিন্ন বিজেপি-শাসিত রাজ্যে এমন ঘটনা সামনে এসেছে। বাংলার বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিকেরা অন্য রাজ্যে গিয়ে হেনস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের বিরুদ্ধে এই অপমান এবং ঘৃণার প্রতিবাদে এবার পথে নামতে চলেছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গে নাকি দুর্নীতির আখড়া। আর ডবল ইঞ্জিন শাসিত রাজ্যগুলিতে নাকি সততার স্রোত বইছে। এমন একটা ধারণা তৈরির চেষ্টা চলছে গেরুয়া মহল থেকে। কিন্তু তাতে কি আস্থা রাখার কোনও অবকাশ আছে?

এই প্রসঙ্গে মধ্যপ্রদেশের একটা ঘটনার কথা তুলে ধরা যাক।

অঙ্কটা কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না। ব্যাক ক্যালকুলেশন করতে গিয়েও গরমিল থেকে যাচ্ছে একটি জায়গায়। দেওয়াল রং করতে কেন রাজমিস্ত্রির প্রয়োজন পড়বে? অথচ মধ্যপ্রদেশের দু'টি স্কুল রং করতে খরচের যে হিসেব দেওয়া হয়েছে, তার চালানে জ্বলজ্বল করছে রাজমিস্ত্রিদের মজুরিও। এরমধ্যে একটি স্কুলের একটিমাত্র দেওয়ালে রং করা হয়েছে। এজন্য লেগেছে ৪ লিটার রং। কাজ করেছেন মোট ২৩৩ জন মিস্ত্রি! অন্য স্কুলে যে খরচের হিসেব দেওয়া হয়েছে, তা আরও এককাঠি সরেস! শুধুমাত্র ১০টি জানালা ও চারটি দরজা রং করার কাজে লেগেছে ২৭৫ জন রংমিস্ত্রি এবং ১৫০ রাজমিস্ত্রি। স্বাভাবিকভাবেই খরচেই এই হিসেবে মেলাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। গোটা ঘটনায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এটি শহদল জেলার বায়োহরি বিধানসভার এলাকার শাকন্দি গ্রামে সরকারি স্কুলের হিসাব।

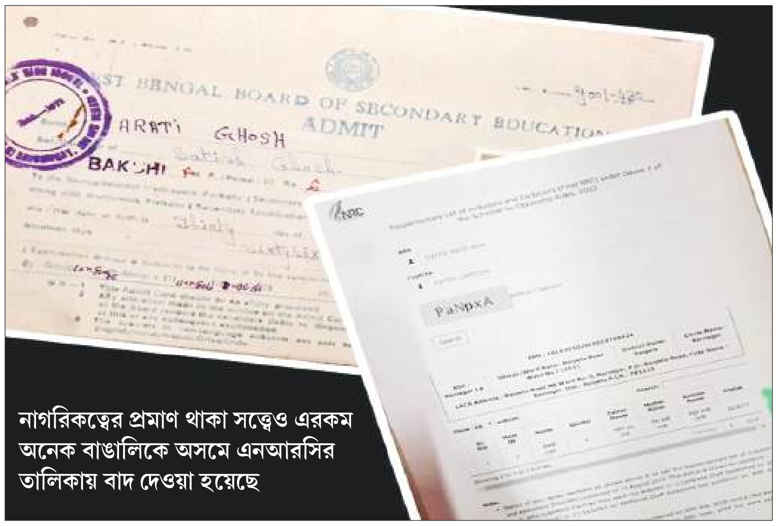

নাগরিকত্বের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এরকম অনেক বাঙালিকে অসমে এনআরসির তালিকায় বাদ দেওয়া হয়েছে

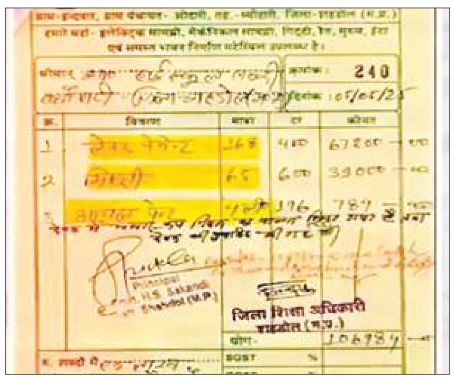

■ মধ্যপ্রদেশে দুর্নীতির রংবাজি।

একইভাবে নিপানিয়া গ্রামের স্কুলটিতে ১০টি জানালা এবং চারটি দরজা রং করার জন্য লেগেছে ২৭৫ জন রংমিস্ত্রি এবং ১৫০ রাজমিস্ত্রি। বরাদ্দ ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৬৫০ টাকা। নিপানিয়া স্কুলের রং করার দায়িত্বে ছিল সুধাকর কনস্ট্রাকশন। ৫ মে খরচের হিসেব দেখিয়ে বরাদ্দ অর্থ তুলে নিয়েছে সংস্থা।

ডবল ইঞ্জিন সরকারের প্রশাসনই দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন, তারই নমুনা এটি।

আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। সেই নির্বাচনে মা-মাটি-মানুষের নামে কুৎসা রটিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চাইছে বিজেপি।

কোন বিজেপি?

বাংলা বিদ্বেষী, বাঙালির শত্রু বিজেপি।

কোন বিজেপি?

যে বিজেপির দুর্নীতি ডবল ইঞ্জিন চালিত রাজ্যে রাজ্যে প্রকাশিত।

এই বিজেপির সরকার, আমাদের নেই দরকার।

বাংলার শত্রু, বাঙালির শত্রু বিজেপিকে ছুঁড়ে ফেলুন। আমাদের জীবন-জীবিকার স্বার্থে বিজেপিকে আগামী নির্বাচনে একটা ভোটও নয়।

বারুইপুর বাইপাসের গোবিন্দপুর পাম্পের কাছে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ। খবর পেয়ে এসে দেহ উদ্ধার করে বারুইপুর থানা। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। রবিবার সকালের ঘটনা

কলকাতা থেকে হাওড়া একুশে জুলাইয়ের প্রচারে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা

■ রবিবার বেহালার সরশুনায় একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে ফ্যামের প্রস্তুতিসভা। সভায় বক্তব্য রাখছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

■ একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে আমতার জয়পুর মোড়ে প্রস্তুতিসভা। উপস্থিত বিধায়ক সুকান্ত পাল, ঋজু দত্ত-সহ অন্যরা।

বাম জমানার সন্ত্রাস মনে করালেন কুণাল

প্রতিবেদন : একুশে জুলাইয়ের ঐতিহাসিক সমাবেশের বাকি হাতে গোনা কয়েকটা দিন। রাজ্য জুড়ে জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। রবিবাসরীয় বৃষ্টির সন্ধ্যায় বেহালায় তৃণমূলের শাখা সংগঠন 'ফ্যাম' আয়োজিত একুশের প্রস্তুতিসভায় ১৯৯৩ সালের সেই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, আগে সচিত্র পরিচয়পত্রের কোনও তাগিদ ছিল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম বাংলায় ভূতুড়ে ভোটার ও বৈজ্ঞানিক রিগিং বন্ধ করার জন্য সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবি তুলেছিলেন। সেই দাবির ফসল একুশে জুলাইয়ের সেই কর্মসূচি। ১৪ জন শহিদের আত্মবলিদানের বিনিময়ে বাংলা তথা সারা ভারতের মানুষ সচিত্র পরিচয়পত্র পেয়েছেন। কুণালের আরও সংযোজন, সিপিএম বলে সেদিন নাকি মহাকরণ দখল করতে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিথ্যা কথা বলে হার্মাদ সিপিএম। সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতেই মহাকরণ অভিযান হয়েছিল। কারণ, সেই সময় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মহাকরণে বসতেন। একইসঙ্গে দলীয় কর্মীদের প্রতি তাঁর বার্তা, বিজেপির সামাজিক নীতি, অর্থনীতি, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধিতা যেমন করতে হবে, তার পাশাপাশি সিপিএম জমানায় একের পর এক অপশাসন নিয়েও তরুণ প্রজন্মকে অবগত করতে হবে। এমন কোনও কাজ আমরা করব না, যার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এত ভাল কাজ ঢাকা পড়ে যায়।

■ লিলুয়ার অরবিন্দ নগরের জনকল্যাণ ক্লাবের শারদোৎসবের খুঁটিপুজো। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়-সহ স্থানীয় বাসিন্দারা।

কাশ্মীর : গদ্দারকে পাল্টা কল্যাণের

সংবাদদাতা, হুগলি : গদ্দার অধিকারীর কথাই তার কাছে ফিরছে বুমেরাং হয়ে। গদ্দার বলেছেন, কাশ্মীরে কেউ যাবেন না। এই কথা একমাত্র বলতে পারে পাকিস্তান। এবার তার কথা ধরেই তাকে একহাত নিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাংসদের কথায়, গত পাঁচ-সাতদিনে ওড়িশাতে দুশো জন বাঙালিকে বাংলাদেশি বলে আটকে রেখেছে। আপনি কোনও কাজে ওড়িশায় গেছেন বা দিল্লি গেছেন, বিহার গেছেন, উত্তরপ্রদেশ গেছেন, আপনি জানেন না আপনি ফিরতে পারবেন কি না। বাংলায় কথা বললেই বলছে বাংলাদেশি। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা গতকাল বলেছে বাংলায় যে কথা বলবে সে বাংলাদেশি। এই হচ্ছে বিজেপি।

সাংসদ জানান, আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি। বিজেপি কোন রাজ্যে কী করতে পারে সেটাও আমরা দেখব। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা শুরু হয়েছে। বাঙালির উপর অত্যাচার আমরা মানব না। বিজেপি ভাবছে উত্তরপ্রদেশ আর বিহারের কিছু লোক নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ চালাবে, সেটা হতে দেব না।

তাঁর অভিযোগ, কথায় কথায় হিন্দু আর মুসলিমের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা বলছি আমরা এটা হতে দেব না। যাঁরা সব ধর্মের মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে চলে তারাই হল আসল হিন্দু।

বিজেপির স্বপ্ন হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা লাগিয়ে দাও আর মৃতদেহের উপর দিয়ে রক্তের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হবে।

■ চাঁদরাইলে রক্তদান, প্রবীণদের সংবর্ধনা ও একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি। রয়েছেন কৈলাস মিশ্র-সহ অন্যরা।

■ ডোমজুড়ে একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে মিছিল। রয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ ঘোষ, গৌতম চৌধুরি, তাপস মাইতি-সহ অন্যরা।

■ জয়নগরের উত্তর দুর্গাপুর একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় বক্তা বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। ছিলেন তুহিন বিশ্বাস, রাজু নস্কর, বন্দনা নস্কর, শামসুল হক লস্কর।

■ একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে জগৎবল্লভপুর আইএনটিটিইউসি'র মিছিল ও প্রস্তুতিসভা। উপস্থিত সীতানাথ ঘোষ, অরবিন্দ দাস, শেখ মুরসালিন-সহ অন্যরা।

কৃতীদের সংবর্ধনা

সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া : মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের আকবর আলি খন্দকার স্মারক সম্মাননা। হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি তাপস মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মানের পাশাপাশি তাদের হাতে একটি করে শব্দকোষ এবং উপহার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার একাধিক কাউন্সিলর, ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুভদীপ মুখোপাধ্যায়, চিকিৎসক ও বিশিষ্টরা। অভিভাবকরা বলছেন, ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের প্রথম দিকের বড় পরীক্ষায় ভাল ফল করার পর এই সম্মান আগামী দিনের পড়াশোনার জন্য আরও বেশি অনুপ্রেরণা পাবে।

নাবালিকার দেহ তোলা হল কবর থেকে

সংবাদদাতা, উস্তি : বাড়ির মত না থাকায় প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল ক্লাস টেনের ছাত্রী। অবশেষে বাড়ির লোকজন ধরেবেঁধে ওই ছাত্রীকে ফিরিয়ে আনে। এরপর বাবার বন্ধুর বাড়িতে ঠাঁই হয় তার। শনিবার সকালে হঠাৎ করেই ওই নাবালিকার দেহ পাওয়া যায়। বাড়ির লোক কাউকে কিছু না জানিয়েই সমাধিস্থ করে দেহ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা উস্তি থানার উত্তর কুসুম এলাকায়। প্রশাসনের কাছে খবর যায়, ওই ছাত্রীকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। রবিবার বিকেলে ম্যাজিস্ট্রেট, থানার ওসি, এসডিপিওর উপস্থিতিতে কবর থেকে তোলা হয় ছাত্রীর মৃতদেহ। সম্পূর্ণ বিষয়টি ফটোগ্রাফি করা হয়। কীভাবে মৃত্যু হল, উত্তর খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে দেহ। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটকও করা হয়েছে।

রাজ্য
14 July, 2025 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মন্দিরবাজারে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় বিধায়ক জয়দেব হালদার

নজরে উন্নয়ন ও জনস্বার্থে ব্যয় চলতি মাসে পঞ্চায়েতের মূল্যায়ন

প্রতিবেদন : জুলাই মাস থেকেই শুরু হচ্ছে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের পঞ্চায়েতগুলির বার্ষিক মূল্যায়ন। এবছর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আগের ১৭টি শর্তের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ১০টি নতুন শর্তাবলি। এর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দুটি হল, নিজস্ব আয়ের অন্তত ৫০ শতাংশ জনস্বার্থে ব্যয় এবং আগের বছরের তুলনায় অন্তত ১০ শতাংশ আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা।

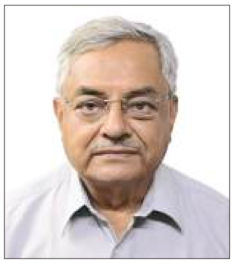

প্রদীপ মজুমদার।

নবান্ন সূত্রের খবর, এই নতুন নির্দেশিকায় পঞ্চায়েতগুলিকে কড়াভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদি উন্নয়ন ও জনস্বার্থে ব্যয় না করা হয়, তবে বন্ধ করে দেওয়া হবে পারফরম্যান্স গ্র্যান্ট-সহ অন্যান্য সরকারি অনুদান। সরকারের মতে, এই পদক্ষেপ পঞ্চায়েতগুলিকে আরও দায়িত্বশীল করবে এবং বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়নের গতি বাড়াবে।

পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক প্রকল্পের অর্থ বন্ধ করে দেওয়ায় রাজ্য সরকার নিজস্ব উদ্যোগেই উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েতগুলির নিজস্ব আয় যদি জনস্বার্থে খরচ হয়, তাহলে সরাসরি তার সুফল পাবে সাধারণ মানুষ।

রাজ্য সরকারের আশা, এই নতুন শর্তাবলির মাধ্যমে পঞ্চায়েতস্তরের রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি, স্থানীয় পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে আরও গতি আসবে।

নদীবাঁধ রক্ষায় সক্রিয় পুলিশ ও বাসিন্দারা

সংবাদদাতা, কুলতলি : কইখালির নদীবাঁধ রক্ষায় এবার সক্রিয় পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। এক অভিনব পরিবেশ সচেতনতার নজির কুলতলিতে। প্রকৃতিপ্রেমী হিসেবে পরিচিত থানার ওসি ফারুক রহমান নিজে এই উদ্যোগে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই থানার চত্বরে গাছ লাগানো ও পাখিদের আশ্রয় তৈরি করে নজির গড়েছেন তিনি। এবার নদীর পাড়ে গাছ লাগিয়ে বাঁধ রক্ষাতেও সচেষ্ট হয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কইখালির নদীবাঁধ। পরবর্তীতে বাঁধ মেরামত করা হলেও পুনরায় ভাঙন ঠেকাতে ও সৌন্দর্য বজায় রাখতে গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে স্থানীয় বাসিন্দা ও জনপ্রতিনিধিরাও অংশ নিয়েছেন। কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ শাহাদাত শেখ জানান, ২০ হেক্টর জমিতে গাছ লাগানোর পরিকল্পনা চলছে। ভবিষ্যতে তা আরও বড় পরিসরে রূপায়িত হবে। অন্যদিকে, পিয়ালি বিট অফিসও বন সংরক্ষণে সক্রিয় হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

ভাঙড়ে তৃণমূল নেতা খুনে ধৃত মাস্টার মাইন্ড

প্রতিবেদন : অবশেষে ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত। ঘটনার তিনদিনের মাথায় মোফাজ্জল মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। পুলিশের দাবি, ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়া অঞ্চলে তৃণমূল নেতা রাজ্জাক খাঁকে খুলি করে খুনের ঘটনার মাস্টার মাইন্ড ওই মোফাজ্জল মোল্লা। শনিবার গভীর রাতে তাকে উত্তর কাশীপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত তা জানার চেষ্টা চলছে। খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই আরও দুই চক্রীকে আটক করেছে পুলিশ। আর্থিক লেনদেন নাকি অন্য কোনও বিষয়ে ঝামেলার কারণে পরিকল্পিতভাবে খুন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই নিহত তৃণমূল নেতার অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবারই ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা নিহতের বাড়িতে যান। শোকস্তব্ধ পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর শওকত মোল্লা চাকরি দেওয়ার কথা জানান। বলেন, মুখ্যমন্ত্রী চাকরির ব্যবস্থা করেছেন। আমরা সোমবার সমস্ত কাগজপত্র জমা দেব।

খড়দহ বিধানসভার বিলকান্দা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা। সভায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে, বদলে যাবে আবহাওয়া

প্রতিবেদন : বুধবারই তৈরি হবে নতুন ঘূর্ণাবর্ত। এর জেরেই আবার হওয়া বদল হবে রাজ্য জুড়ে। সোমবার থেকেই দক্ষিণের একাধিক জেলায় শুরু হবে ভারী বৃষ্টি। রবিবারও দুপুর হতেই আকাশ কালো করে ঝেঁপে বৃষ্টি আসে। সন্ধের পরও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলতে থাকে। তবে ভারী বৃষ্টি হয়নি। কলকাতা-সহ আশপাশের জেলাগুলি থেকে ভারী বর্ষণ ও জল জমার খবর নেই। দক্ষিণের পাশাপাশি বৃষ্টি

বাড়বে উত্তরের জেলাগুলিতেও। সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হাওড়ায়। সোমবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে। মঙ্গল ও বুধবার দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কার কথা জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

নোয়াপাড়ায় তৃণমূলে যোগদান

সভায় উপস্থিত সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও বিধায়ক সুবোধ অধিকারী।

সংবাদদাতা, বারাকপুর : ফের বিজেপিতে ভাঙন। রবিবার দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে ছিল একুশে জুলাই শহিদ স্মরণে ধর্মতলা চলো কর্মসূচির প্রস্তুতিসভা। সভায় জেলা সভাপতি তথা বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিকের উপস্থিতিতে ও বীজপুরের বিধায়ক সুবোধ অধিকারীর হাত ধরে নোয়াপাড়া বিধানসভায় শতাধিক বিজেপি কর্মী এদিন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন ও বাংলার প্রতি বিজেপির বঞ্চনার কারণেই তাঁরা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন বলেই জানান যোগদানকারীরা। এই যোগদানের ফলে নিঃসন্দেহে নোয়াপাড়ায় আরও শক্তিশালী হল তৃণমূল কংগ্রেস। পার্থ ভৌমিক ও সুবোধ অধিকারীরা কর্মীদের দলে স্বাগত জানান।

রাজ্যের চাপে গঙ্গাভাঙন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী কেন্দ্র

প্রতিবেদন : গঙ্গার ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ঝাড়খণ্ড—এই তিন প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়মূলকভাবে কাজ করার উদ্যোগ নিল কেন্দ্র। এই লক্ষ্যে গঙ্গা ফ্লাড কন্ট্রোল কমিশনকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। জলশক্তি মন্ত্রকের যুগ্মসচিব আর আর সাম্ভারিয়া সম্প্রতি কমিশনের চেয়ারম্যান সন্দীপ রজনকে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, তিন রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে গঙ্গানদীভিত্তিক প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেচ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত ১৬৩.৫ কিলোমিটার গঙ্গাপাড়ের ভাঙন রোধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২,১৩১ কোটি টাকা, যার মধ্যে ১,৫৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জন্য। গঙ্গার ধার বরাবর ভাঙনের ফলে প্রতি বছর বহু মানুষ গৃহহীন ও জমিহারা হচ্ছেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেও একাধিকবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন। একইসঙ্গে, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থও জলশক্তি মন্ত্রকের সচিবকে বিষয়টি নিয়ে চিঠি দেন।

অস্বাভাবিক মৃত্যু গৃহবধূর

সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার : গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হতেই ক্ষিপ্ত স্থানীয়রা। মৃতার শাশুড়ি ও স্বামীকে বেধড়ক পিটুনি দেয় প্রতিবেশীরা। অবশেষে ফলতা থানার পুলিশ এসে স্বামীকে গ্রেফতার করে এবং শাশুড়িকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা থানার রুকিয়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত গৃহবধূর নাম জরিনা বিবি (২৪)। মৃতার মা রওশন আলা বিবির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সংসারে অশান্তি চলছিল, একাধিকবার মারধর করেছে মেয়েকে। মূলত স্বামীর শফিকুল শেখের পরকীয়ার প্রতিবাদ করাতেই অশান্তি হত। চার বছরের দাম্পত্য জীবনে তাঁদের ২ বছরের একটি কন্যা রয়েছে। শনিবার রাতেই জরিনাকে মারধর করে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষিপ্ত বাসিন্দারা অভিযুক্ত স্বামী ও শাশুড়িকে ধরে মারধর করে। পুলিশ শফিকুলকে গ্রেফতার করে ও অভিযুক্ত শাশুড়িকে আহত ফলতা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। মৃতার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

রবিবার একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে নামখানাতে মিছিল। অংশ নিয়েছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীমন্ত মালিক-সহ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা।

একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের হাওড়া সদর শাখার উদ্যোগে প্রস্তুতিসভা। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি বিজন সরকার, জেলা সভানেত্রী বনশ্রী তলাপাত্র, ওয়েবকুপার সহ-সভাপতি সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া সদর যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাস মিশ্র-সহ অন্যরা।

ফের শিলিগুড়িতে চুরি। রাতে ঘুমের ওষুধ স্প্রে করে সর্বস্ব লুটে নিল দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। দুষ্কৃতীদের খোঁজে চলছে তল্লাশি

কর্ণজোড়ার সংগ্রহশালার পরিকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ করবে রাজ্য : ইন্দ্রনীল

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : রায়গঞ্জে কর্ণজোড়ার সংগ্রহশালা পর্যটকদের কাছে আকর্ষণ। এই সংগ্রহশালার পরিকাঠামো উন্নয়নে আরও বরাদ্দ করবে রাজ্য। এছাড়া আরও দর্শক টানতে নেওয়া হচ্ছে ব্যবস্থা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হবে উন্নয়নের কাজ। রবিবার এই সংগ্রহশালা পরিদর্শন করে এমনটাই জানালেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। কীভাবে এই সংগ্রহালয়কে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি। উত্তর দিনাজপুরের এই সংগ্রহালয়ে আগামীতে আরও নানা পরিকল্পনা গ্রহণের কথাও জানান তিনি। এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী, মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক শুভদীপ দাস-সহ জেলার আধিকারিকগণ। জেলার এই সংগ্রহালয় পরিদর্শন করে খুশি হন মন্ত্রী। জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি জানার উৎস সংগ্রহালয়। ইতিহাস বিজড়িত উত্তর দিনাজপুর জেলার পাল সেন যুগের উদ্ধার হওয়া স্থাপত্য রয়েছে রায়গঞ্জের এই সংগ্রহালয়ে। উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী জানান, জেলার অতীত শিল্পকর্ম কেমন ছিল তা এই সংগ্রহশালায় রয়েছে। বিষ্ণুমূর্তি, বৌদ্ধমূর্তি, সূর্যমূর্তি, গণেশজননী, মহিষাসুরমর্দিনী, মনসামূর্তি-সহ লোকজ শিল্প, যেমন মুখোশ শিল্প, বাঁশের কাজ সংরক্ষিত রয়েছে এখানে। উল্লেখ্য, জেলার উদ্যোগে প্রচুর ছাত্রছাত্রী এই সংগ্রহালয়ে আসছেন। জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনার নেতৃত্ব ও পরামর্শে প্রশাসনের উদ্যোগে আরও বাড়ছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সম্ভার।

■ কর্ণজোড়া সংগ্রহশালা পরিদর্শনে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।

দুই জেলায় তৃণমূলে যোগ

বাম-কংগ্রেস ছেড়ে

■ ২১ জুলাইয়ের আহ্বানে প্রতি জেলায় হচ্ছে মিছিল, সভা, বৈঠক। রবিবার মালদহে এই প্রস্তুতিসভাতেই কংগ্রেস-সিপিএম ছেড়ে দলে দলে কর্মীরা যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি। বিধায়ক বলেন, বাম-কংগ্রেসের প্রতি তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রায় তিনশো কর্মী যোগদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসে।

বিজেপিতে ধস

■ যোগদানের অনুষ্ঠান হল ফালাকাটা ব্লকের ধনিরামপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। রবিবার ১৩/২২ পার্টের তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে একটি যোগদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। আর সেই কর্মসূচিতেই ১৬টি পরিবারের প্রায় ১০০ জন বিজেপি সমর্থক বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন বলে দাবি তৃণমূলের। এদিন নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সঞ্জয় দাস।

মজদুর সম্মেলন

■ হরিশ্চন্দ্রপুরে হল মজদুর সম্মেলন। ছিলেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি, পূর্ণেন্দু বসু, লিপিকা বর্মন, সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল ও জেলা যুব সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস এবং সংগঠনের জেলা সভাপতির দায়িত্বে থাকা হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন।

প্রতিবাদে পথে

■ বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি। ভিডিও বার্তায় অসমের মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে পথে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার ঘোকসাডাঙা স্টেশন বাজার থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেস সম্পাদক কমলেশ অধিকারী, আলিফ সোয়েল আক্তার। এই মন্তব্যের প্রতিবাদ চলবে বলে জানান তাঁরা।

বাজ পড়ে মৃত্যু তিনজনের পরিবারের পাশে প্রশাসন

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে বাজ পড়ে উত্তর দিনাজপুর জেলায় মৃত্যু হল তিনজনের। এরমধ্যে কালিয়াগঞ্জে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। শোকার্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে প্রশাসন। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরন্ময় সরকার এবং জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিতাই বৈশ্য, নারী ও জেলা পরিষদের শিশু কর্মাধ্যক্ষ লতা সরকার। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মৃতের পরিবারকে সাহায্য করা হবে বলেও জানান কর্মাধ্যক্ষ নিতাই বৈশ্য। অপরদিকে বজ্রপাতে মৃত্যু হল উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার রামডাঙা এলাকায়। আহত তিনজন। মৃত্যু হয়েছে একজনের। আহতদের রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, রবিবার তাঁরা জমিতে পাট কাটার কাজ করছিলেন। সেসময় আচমকা বাজ পড়ে। তড়িঘড়ি তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জীতেনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রতিবাদী বধূ, পাশে পুলিশ

প্রতিবেদন: শ্বশুরবাড়িতে বসত জুয়ার আসর। পরিবারের বাড়তি আয় ছিল লক্ষ্য। আপত্তি জানান বধূ। তাঁকে মারধর শুরু হয়। গঙ্গারামপুরের ঘটনা। জখম বধূর নাম অনামিকা সরকার। এ-বিষয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, লিখিত অভিযোগ জমা হয়েছে। আইন অনুযায়ী তদন্ত হবে।

রেকর্ড সংখ্যক শিক্ষক যোগ দেবেন সমাবেশে

সংবাদদাতা, মালদহ : ধর্মতলায় ২১-শের সমাবেশে যোগ দেবেন রেকর্ড সংখ্যক শিক্ষকেরা। রবিবার মালদহে প্রস্তুতিসভা দিল তারই ইঙ্গিত। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি মালদহ জেলার উদ্যোগে আসন্ন ২১ জুলাই শহিদ স্মরণে কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে সভা হয়। সভায় প্রত্যেকটি চক্রের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় মালদহ জেলার প্রতিটি চক্রের শতাধিক শিক্ষকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি মালদহ জেলা সভাপতি সাইফুল রহমান-সহ রাজ্যের সহ সভাপতি অনুপম পাল, রাজ্যের কার্যকরী সভাপতি সাহিদ আনোয়ার প্রমুখ।

■ প্রস্তুতিসভায় উপস্থিত তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদস্যরা।

■ ২১-এর প্রস্তুতি বৈঠক রবিবার কালিয়াগঞ্জে। তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পর একটি সভাও হয়।

■ দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসি'র মাটিগাড়া ব্লক ১ ব্লকের উদ্যোগে ২১-এর সমাবেশের আহ্বানে ডাক দিয়ে হল মিছিল। আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে মিছিলে ছিলেন নির্জল দে, সাধন রায়, সৌম্য মজুমদার, বিশ্বজিৎ সরকার, কৃষ্ণ সরকার প্রমুখ।

পাহাড়-সমতলে কবি ভানুভক্তের জন্মবার্ষিকী পালন

ব্যুরো রিপোর্ট : নেপালি কবি ভানুভক্ত আচার্য জন্মদিন নানা অনুষ্ঠানে পালন করা হল উত্তরের পাহাড়-সমতলে। দার্জিলিংয়ে জিটিএ-র উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালন করে কবি স্মৃতিচারণা করা হয়। জিটিএ প্রধান অনীত থাপা বলেন, নেপালি সম্প্রদায়ের কাছে এই দিনটি উৎসবের। একইভাবে শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়িতেও দিনটি পালন করা হয় সাড়ম্বরে। রাজগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত বিন্নাগুড়ি অঞ্চলের নেপালি বস্তি ফাড়াবাড়িতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভানুভক্ত আচার্যজির মূর্তি উন্মোচন করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত হলেও এর নেপথ্যে ছিল বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের বিশেষ উদ্যোগ ও সক্রিয় ভূমিকা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, জেলা পরিষদের প্রতিনিধিরা এবং এলাকার বহু মানুষ। খগেশ্বর রায় বলেন, ভানুভক্ত শুধু নেপালি ভাষার কবি নন, তিনি গোটা উত্তরবঙ্গের গর্ব। তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখতে এই মূর্তি স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ভাষাকে সম্মান জানিয়ে কাজ করে চলেছে। রাজ্য সরকারের সবুজসাথী, কন্যাশ্রী, তেজস্বিনী প্রকল্পের মতো নেপালি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণেও নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান বিধায়ক।

■ দার্জিলিংয়ের অনুষ্ঠানে অনীত থাপা।

■ রাজগঞ্জে কবির মূর্তি উন্মোচন।

৮
১৪ জুলাই ২০২৫
সোমবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

14 July, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বিজেপি নেতা রাম বাউড়ি এলেন তৃণমূলে

■ বাউড়ি সম্প্রদায়ের মানুষজনকে নিয়ে বিশাল জনসভা মন্ত্রী মলয় ঘটকের। মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছেন মন্ত্রী। ডানদিকে, জনসভায় বাউড়ি সম্প্রদায়ের মানুষজনের উপচে পড়া ভিড়। আসানসোলে, রবিবার।

আসানসোল

সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোলে একুশে জুলাইকে সামনে রেখে প্রস্তুতি মিছিলের আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেস, রবিবার। সেখানেই শুধুমাত্র বাউড়ি সম্প্রদায়কে নিয়েই এক বিরাট পদযাত্রা এবং শেষে বিরাট জনসভা করলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। আসানসোলে জিটি রোডের ধারে চেন স্টোরের কাছে। সেই জনসভায় বাউড়ি সম্প্রদায়ের বিজেপির প্রথম সারির নেতা রাম বাউড়ি যোগদান করেন। সভায় মলয় বলেন, আসানসোলে বিজেপি ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। রামের যোগদান বিষয়ে তিনি আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাঁর অনুমতি পেয়ে এদিনই যোগদান করানো ঠিক হয়। ওঁর যোগদানে তৃণমূল সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে। রবিবার আসানসোল গিজা মোড় মিছিলটি শুরু হয়। এবং ট্রাফিক মোড়ে এক সভার মাধ্যমে শেষ করা হয়। রাম বাউড়ি ছাড়াও সভায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন শতাধিক বিজেপি কর্মী। মলয় ঘটক ছাড়াও সভায় ছিলেন জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ওঁদের হাত ধরেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান হয়। মিছিলে বিধায়ক হরেরাম সিং, সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউড়ি প্রমুখ তৃণমূল নেতৃত্ব।

দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি

সংবাদদাতা, বীরভূম : পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল বীরভূমের লাভপুর বিধানসভার শ্রীনিধিপুরের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি পীযূষ ঘোষকে। পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ জানিয়েছেন, দুই মহিলা-সহ একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। কী কারণে খুন তা দেখছে পুলিশ।

লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ বলেন, শুক্রবার গভীর রাতে ফোন করে পীযূষ ঘোষকে ডাকা হয়েছিল কোনাই মোড়ে। সেখানেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তবে জেলা পুলিশের উপর বিশ্বাস আছে। তারা খুনি বা খুনিদের গ্রেফতার করবে। শনিবার সকালে পীযূষের স্ত্রী তিস্তার সঙ্গে দেখা করেন জেলা তৃণমূল কোর কমিটির তিন সদস্য বিকাশ রায়চৌধুরি, অভিজিৎ সিংহ ও কাজল শেখ। তিস্তাকে আশ্বস্ত করেন, অপরাধীকে পুলিশ ধরবে এবং শাস্তি দেবে। জানান, পীযূষ দীর্ঘদিনের পুরনো কর্মী। তাঁকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার নিন্দা জানাই। খুনিদের শাস্তি পেতেই হবে। তিস্তার দাবি, আগেও স্বামীকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। চিরকুট পাঠিয়ে বলা হয়েছিল রাজনীতি ছেড়ে দিতে। স্বামী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলকে ছাড়তে চাননি। তাই হয়তো খুন হতে হল। পুলিশ অবিলম্বে প্রকৃত খুনিকে ধরে শাস্তি দিক।

ওন্দায় মিছিল ও পথসভা

সংবাদদাতা, ওন্দা : একুশে জুলাই শহিদ দিবসকে সামনে রেখে বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এক বর্ণাঢ্য মিছিল ও পথসভার আয়োজন করা হয়। ওন্দা ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুব্রত দত্ত, মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী সঙ্গীতা মালিক, যুব তৃণমূল সভাপতি দেবনাথ বাউড়ি, শুভাশিস বটব্যাল, প্রাক্তন বিধায়ক অরূপ খাঁ প্রমুখ। সুব্রত দত্ত কটাক্ষ করে বলেন, এলাকার বিধায়ক অমরনাথ শাখা এখন 'সোলার লাইটের বিধায়ক' হয়ে উঠেছেন। তাঁর এই মন্তব্যে সমর্থকদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় ওঠে।

একুশে জুলাই

বন্দুক হাতে 'স্ট্যাটাস' দিয়ে ধৃত যুবক

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : নিজের বাহাদুরি দেখাতে হাতে বন্দুক নিয়ে জনপ্রিয় দুটি সমাজমাধ্যমে 'স্ট্যাটাস' দিয়ে গ্রেফতার মুর্শিদাবাদের এক যুবক। ডোমকল থানার মুরারিপুর তালতলাপাড়া গ্রামের ঘটনা। স্ট্যাটাস দেখে তার বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। উদ্ধার ওই আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেফতার ওই যুবক। নাম রাজিবুল শেখ (৩২), বাড়ি তালতলাপাড়া গ্রামে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং জানান, ধৃতের কাছ থেকে একটি দেশি লম্বা বন্দুক এবং দুটি পয়েন্ট থ্রি নট থ্রি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আজই তাকে আদালতে পেশ করা হচ্ছে। সম্প্রতি সাইবার সেল এবং ডোমকল থানার কয়েকজন আধিকারিকের নজরে আসে পোস্টটি।

■ মুর্শিদাবাদ প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সারা বাংলা ফার্মাসিস্টদের নিয়ে হিজল প্রেক্ষাগৃহে এক সভা হল। ছিলেন মন্ত্রী তথা সংগঠনের সভানেত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, সম্পাদক ডাঃ করবী বড়াল, জেলা তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব সরকার, মৃত্যুঞ্জয় পাল, ভীষ্মদেব কর্মকার, ডাঃ পূজা মৈত্র, ডাঃ সুমন বিশ্বাস, দেবাশিস ভট্টাচার্য প্রমুখ।

■ রানিবাঁধে তৃণমূলের উদ্যোগে এক বিরাট রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রবিবার, সকালে, খাতড়া গার্লস হাই স্কুলে। অনুষ্ঠানে রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক জ্যোৎস্না মান্ডি।

ভুয়ো পুলিশ ও আয়কর অফিসার সেজে ডাকাতি, ধৃত ৫

সংবাদদাতা, এগরা : স্পেশাল ছাব্বিশ-এর বাস্তবায়ন হল পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায়। ভুয়ো পুলিশ ও আয়কর অফিসার সেজে শহরের একটি প্রাচীন সোনার দোকানে হানা দিয়ে সোনা ও টাকা নিয়ে পালিয়েছিল। সিনেমায় অপরাধীরা পালালেও জেলা পুলিশের তৎপরতায় পাকড়াও পাঁচ অভিযুক্ত। এগরা থানার পুলিশ দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে ২ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ও ৫০ গ্রাম সোনা উদ্ধার করেছে পুলিশ। দলের অন্যতম পার্থ ঘোষের বাড়ি ডায়মন্ড হারবারে। সে ধূলাগড় থেকে গ্রেফতার হয়। পরে উস্তি ও মগরাহাট থেকে

■ এসডিপিও অফিসে গ্রেফতার হওয়া ৫ ডাকাত।

ভোলা খাঁ, খইরুল হালদার, আখতার খাঁ এবং শইফুল সর্দার গ্রেফতার হয়। কাঁথি মহাকুমা আদালত ওদের জেল হেফাজত দিয়েছে। শুক্রবার বিকেল তিনটে নাগাদ পাঁচজন গাড়িতে চেপে সোনা গলানোর দোকানে হানা দেয়। নিজেদের আয়কর অফিসার বলে মালিক শচীন প্যাটেলের বিরুদ্ধে বেআইনি সোনার কারবার চালানোর অভিযোগ করে আটক করে। দোকানে থাকা ৪ লক্ষ টাকা এবং বেশ কিছু গলানো সোনা নিয়ে পালায়। পথে শচীনকে নারায়ণগড়ে ছেড়ে দেয়। এগরা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবীদয়াল কুণ্ডু জানান, একটি কালো রঙের এসইউভি চিহ্নিত করা হয়। এরপর ধূলাগড়ে গাড়ি-সহ পার্থ ঘোষ গ্রেফতার হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের খোঁজ মেলে।

■ একুশে জুলাই উপলক্ষে রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ডেবরা অডিটোরিয়াম হলে ডেবরা ব্লক যুব তৃণমূলের উদ্যোগে রক্তদান শিবির। ১০০ জন রক্তদান করেন। ছিলেন সৌরভ চক্রবর্তী, রাধাকান্ত মাইতি, সনাতন বেরা, সীতেশ ধাড়া, শান্তি টুডু, প্রকাশ মিশ্র প্রমুখ।

রবিবার সকালে মন্দারমণির ৩ নং ঘাট থেকে নিখোঁজ পর্যটক সুকদেব বিশ্বাসের (৩২) দেহ উদ্ধার করল মন্দারমণি উপকূল থানার পুলিশ। শনিবার পাঁচ বন্ধুর সঙ্গে তাজপুর বেড়াতে এসে নিউ ব্যারাকপুরের সুকদেব হোটেলে থেকে বিকেলে একা বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান

একুশের প্রস্তুতিসভার মঞ্চ থেকে মন্ত্রী মলয় ঘটকের জোরদার ডাক

২৬-এর চ্যালেঞ্জ, পুরুলিয়ায় নয়ে নয়

পুরুলিয়া রবীন্দ্রভবনে একুশের প্রস্তুতিসভায় আলোচনারত মলয় ঘটক, রাজীবলোচন সরেন, শান্তিরাম মাহাত। (বাঁদিকে) গোটা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে উপচে পড়ল তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ভিড়।

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। এবার পুরুলিয়ার ৯টি বিধানসভা আসনের সবক'টিতে জিততে হবে। রবিবার পুরুলিয়া রবীন্দ্রভবনে দলের জেলাস্তরের নেতৃবর্গকে নিয়ে আয়োজিত একুশ জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় এভাবেই দলীয় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করলেন রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। ভিড়ে ঠাসা সভায় তিনি বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে দল পুরুলিয়ায় মাত্র তিনটি আসনে জিতেছিল। এবার নয়ে নয় করতে হবে। সেজন্য একেবারে বুথস্তরের কর্মীদের সঙ্গে জেলা নেতৃত্বের নিবিড় সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। তিনি এদিন বলেন, একুশে জুলাইয়ের ভয়াবহ ঘটনা যখন ঘটে তখন তৃণমূল কংগ্রেস ছিল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কংগ্রেসের যুবনেত্রী। ঘটনার পরই তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, সিপিএম কংগ্রেসের রক্তে হাত রাঙালেও কংগ্রেসের শীর্ষনেতৃত্ব কিছু করবে না। ওদের গোপন আঁতাত আছে। সেটা আজ প্রমাণিত। তাই যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন তাঁদের স্মরণের দায়ভার নিয়েছেন তিনি। একুশে জুলাইয়ে শহিদ হওয়া তেরোজন কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন মমতার অনুগামী। তাই তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের নিজেদের কর্মী বলেই সম্মান দেয়। পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল সভাপতি রাজীবলোচন সরেন বলেন, কর্মীদের কলকাতা নিয়ে যাওয়া এবং ফিরিয়ে আনার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। দলের সব কর্মীকে দুটি মোবাইল নম্বর দিয়ে তিনি বলেন, প্রয়োজনে এই দুটির একটিতে ফোন করবেন। সমস্যা হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। এদিনের সভায় ছিলেন মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু, দলের জেলা চেয়ারম্যান শান্তিরাম মাহাত, সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত, বিধায়ক সুশান্ত মাহাত, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন আনসারি, আইএনটিটিইউসি সভাপতি উজ্জ্বল কুমার প্রমুখ। গোটা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উজ্জ্বল কুমার।

আটকে থাকা রাস্তার কাজ শুরু বিধায়কের উদ্যোগে

সংবাদদাতা, ডেবরা: এক ব্যবসায়ীর জন্য আটকে ছিল এলাকার পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা তৈরির কাজ। বিডিও, বিধায়ক, কর্মাধ্যক্ষরা বারবার এলাকা ঘুরে গেলেও কাজ হচ্ছিল না। এলাকাবাসী দাবি তুলেছিল পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা অবিলম্বে হোক। অবশেষে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে সেই পথশ্রী প্রকল্পের ১ কিমি রাস্তার কাজ শুরু হল ডেবরা ব্লকের ৫/১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়াগড় সমবায় সমিতির কাছ থেকে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পর্যন্ত। গ্যাস সিলিন্ডারের গোডাউন মালিকের বাধায় রাস্তার কাজ থমকে ছিল। বিডিও, বিধায়ক, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তাঁর সঙ্গে কথা বললেও সমস্যা মেটেনি। অবশেষে সেই কাজ শুরু হয়েছে বিধায়কের উপস্থিতিতে নতুন করে স্কিম করে বাজেট বাড়িয়ে। খুশি এলাকাবাসী। ওই ব্যবসায়ীও চান কাজটা সুষ্ঠুভাবে হোক। এলাকাবাসীও উপকৃত হোক। তাঁর ব্যবসার গাড়িও যাতায়াত করুক।

দুর্গতদের পাশে জেলা ও মহকুমা প্রশাসন

নদীগুলিতে নতুন করে জল না বাড়ায় স্বস্তি পেল প্লাবিত ঘাটাল

সংবাদদাতা, ঘাটাল : নতুন করে শিলাবতী ও ঝুমি নদীর জল না বাড়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তি ঘাটালবাসীর। যদিও ঘাটাল পুরসভার ১৩টি ওয়ার্ড, ঘাটাল ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা এখনও প্লাবিত। জলের তলায় একাধিক স্কুল। এবারের বর্ষার আগের প্রথম দুটি প্লাবনে বিঘ্নিত হয়েছিল ঘাটাল এলাকার স্কুলগুলির পঠনপাঠন। এবারেও পরিস্থিতি একরকম। তবে কিছু এলাকায় ডিঙি নৌকায় করে স্কুলে যেতে দেখা যাচ্ছে পড়ুয়াদের। ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি বিকাশ কর জানিয়েছেন, ঘাটাল পুর এলাকা ও ঘাটাল ব্লক মিলিয়ে প্লাবনে ১৪৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২০টি হাইস্কুল ও ৭০টি আইসিডিএস কেন্দ্র জলের তলায়, ফলে বন্ধ এই সমস্ত স্কুল। অপরদিকে প্লাবিত ঘাটালে জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের তৎপরতায় বেশ কিছু এলাকায় রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। খোলা হয়েছে মেডিক্যাল ক্যাম্প, ত্রাণ শিবির। ঘাটাল পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড আড়গোড়ায় প্লাবিত রাজ্য সড়ক পারাপারের জন্য পূর্ত দফতর থেকে বিনা পয়সায় পারাপারের নৌকো চালু হয়েছে। খোলা হয়েছে হেল্প লাইন নম্বর। মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস জানিয়েছেন, এসডিআরএফের সিভিল ডিফেন্স, পুলিশের ডিএমজি গ্রুপ-সহ নৌকা বোট রয়েছে। কারও কোনও সমস্যা হলে সরাসরি হেল্প লাইন নম্বরে ফোন করলে পুলিশ প্রশাসনের সমস্ত রকম সহযোগিতা পৌঁছে যাবে। শনিবার ঘাটালে জমা জলে তলিয়ে মৃত্যু হয় এক শিশুর। নিখোঁজ এক ব্যক্তি। দাসপুরের রাজনগরেও জমা জলে তলিয়ে নিখোঁজ একজন। নিখোঁজদের খোঁজ চালাচ্ছে প্রশাসন।

নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার

সংবাদদাতা, কাঁথি : রাতের অন্ধকারে কাঁথির সাতমাইল এলাকায় একটি গোডাউনে হানা দিয়ে ৭৫ কেজি নিষিদ্ধ বাজি ও বাজি তৈরির মশলা উদ্ধার করল কাঁথি থানার পুলিশ। যদিও এলাকা ছেড়ে আগেভাগে চম্পট দেয় এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্তেরা। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ক'দিন ধরে ওই এলাকায় বাজারের একটি গোডাউনে নিষিদ্ধ বাজি ও বাজি তৈরির মশলা মজুত করা হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে সেখানে হানা দেয় পুলিশ।

বাল্যবিবাহ, শিশুনিগ্রহ বন্ধের স্লোগান নিয়ে বর্ধমানে গোলাপসুন্দরী

সংবাদদাতা, বর্ধমান : আরামবাগের তিলকচক গ্রামের বাসিন্দা দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ওরফে গোলাপসুন্দরী এবার বর্ধমান শহরে। বাল্যবিবাহ ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা, মোবাইল থেকে বাচ্চাদের দূরে রাখা এবং গাছ লাগান পৃথিবী বাঁচান এই সব স্লোগান বা বার্তা পৌঁছে দিতে রবিবার তিনি বর্ধমান শহরে এলেন। হুগলির খানাকুলের মাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিসবাবু জানান, ছোটবেলা থেকেই তিনি সমাজসেবার কাজ করছেন। শিক্ষকতা করতে এসে দেখেছেন তাঁরই এক ছাত্রী অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার পর সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যায়। একই সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন শিশুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনাও। দেখেছেন মোবাইলের জন্য শিশুদের পড়াশোনার ক্ষতি হতে। এসব দেখেই গত ৮ বছর ধরে বিভিন্ন এলাকায় এর বিরুদ্ধে প্রচার করে চলেছেন। আর এই প্রচারের জন্য বেছে নিয়েছেন বহুরূপীর পোশাক, যার নাম দিয়েছেন গোলাপসুন্দরী। পাশাপাশি রক্তদানে উৎসাহ দেন।। নিজেও প্রতি বছর রক্তদান করেন। দেবাশিস জানিয়েছেন, হেঁটে দিল্লি, দার্জিলিং, দিঘা,

অযোধ্যা গিয়েছেন। যেখানেই মানুষ জড়ো হয়েছে সেখানেই প্রচার করেছেন। তিনি জানান, বীরভূমের একটি গ্রামে গিয়ে সেখানে অনেককে বহুরূপীর কাজ করতে দেখেই তিনি এর প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি বলেন, বলা হয় শিক্ষকরাই সমাজ গড়ার কারিগর। আর সেই তাড়না থেকেই তাঁর এই উদ্যোগ। একই সঙ্গে তিনি ১০ বছরে ৫০ হাজার আমগাছ লাগানোরও উদ্যোগ নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই প্রায় ৮ হাজার আমগাছ লাগিয়েওছেন। আগামী পুজোয় তাঁর হেঁটে পুরী যাওয়ারও কথা আছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর বার্তা, প্রত্যেকেই নিয়ম করে প্রতিদিন হাঁটুন। হেঁটেই নিজের কাজ করার চেষ্টা করুন।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
14 July, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

একুশের প্রস্তুতিসভায় জনজোয়ার, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে বুথ সভাপতি-সহ ২০০ কর্মী

■ দারুয়া ময়দান এলাকায় একুশের সমাবেশ নিয়ে পথসভায় ঢল নামল মানুষের। (ডানদিকে) দলে নবাগতদের হাতে পতাকা দিচ্ছেন তরুণ জানা প্রমুখ।

উত্তর কাঁথি

সংবাদদাতা, কাঁথি : ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড়সড় ভাঙন বিজেপিতে। রবিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন প্রায় ২০০ বিজেপি নেতা-কর্মী। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির বুথ সভাপতিও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নযজ্ঞে নিজেদের শামিল করতে এই যোগদান বলে জানান তৃণমূলে নবাগত নেতারা। রবিবার একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তরুণ জানার নেতৃত্বে উত্তর কাঁথি বিধানসভা এলাকায় বিরাট আকারের মহামিছিল এবং শেষে দারুয়া ময়দান এলাকায় পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভা থেকেই বিজেপির নেতা-কর্মীরা তৃণমূলে যোগ দেন। একসময় তৃণমূলের দাপুটে নেতা রূপকুমার কয়াল একুশের নির্বাচনের আগে বিজেপিতে চলে যান। তিনিও এদিন তৃণমূলে ফিরলেন। তাঁর নেতৃত্বে মারিশদা এলাকার ৬০ জন-সহ উত্তর কাঁথি বিধানসভার ২০০ কর্মী তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে তুলে নেন। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য যোগদেন মুকুন্দপুরের বিজেপির বুথ সভাপতি সন্তু বেরা, বাসন্তিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী স্বপন দাস-সহ একঝাঁক তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁদের হাতে তৃণমূলের ঝান্ডা তুলে দেন তরুণ জানা ও জেলা তৃণমূল সহ-সভাপতি মামুদ হোসেন, পুলিনবিহারী নায়ক, ব্লক তৃণমূল সভাপতি রাজকুমার শিট, সমরেশ দাস-সহ অন্যরা। এদিনের মিছিলে কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পা মেলান। তরুণ জানা বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মানুষের জন্য উন্নয়ন করে চলেছেন তাতে বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে আর কেউ থাকতে চাইছেন না। মানুষের জন্য কাজ করতে হলে তৃণমূলের বিকল্প নেই। তাই বিধানসভার আগে বিজেপি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

প্রতিবাদে রাজপথে নেত্রী

(প্রথম পাতার পর)

বাংলা বললেই পুরে দাও জেলে! থাকুক ডিটেনশন ক্যাম্পে। বাংলা ভাষা বলা চলবে না? বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচার চলছে। উৎখাত করতে চাইছে। বিজেপি-শাসিত রাজ্যে, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, দিল্লি এসব জায়গায় বাংলা বললেই, বাঙালি হলেই তুমি ভারতবাসী নও, দেশবাসী নও। এটা কোন দেশের কথা? গোটা বিষয়টির তীব্র প্রতিবাদ করে মন্ত্রী বলেন, বাংলার অস্মিতাকে অপমান করা হচ্ছে। যারা এই ধরনের কাজকে সংঘটিত করছে, অপরাধমূলক কাজ করছে, তাদের মদত দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এক ধরনের আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। তার প্রতিবাদ তৃণমূল কংগ্রেস করছে এবং করবেও। উদাহরণ দিয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, দিল্লির বাঙালি কলোনিতে আমাদের টিম গিয়েছিল। সেখানেও উচ্ছেদ করছে। ইলেকট্রিকের লাইন কেটে দিচ্ছে। জলের লাইন কেটে দিচ্ছে। বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও উৎখাত করা হচ্ছে। কারণ তারা বাংলায় কথা বলে। ভারতবর্ষের রাজধানীতে এই কাজ হচ্ছে! আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই। একদিকে এই অত্যাচার আর একদিকে এনআরসি। ন্যাশনাল রেজিস্টারে কারও নাম থাকবে না বাংলায় কথা বললে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বাংলা ভাষায় বললেই বোঝা যাবে বিদেশিরা কতজন আছেন? এ কোন মুখ্যমন্ত্রী? প্রশ্ন তৃণমূলের। কোচবিহারের উত্তম ব্রজবাসীর কথা আপনাদের জানা আছে। আরতি ঘোষ। অসমে বিয়ে হয়েছে। সেখানে বাঙালি বলে তাঁর নাম কাটা গিয়েছে। বাপের বাড়িতে, কোচবিহারে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই একই পরিবারের তাঁরই জা। আলিপুরদুয়ারে ফেরত এসেছেন। এটা কোন দেশ? অসমের একজনকে বিয়ে করলে দোষ? আমরা ধিক্কার জানাই। অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, ইতিহাসটা পড়ুন আগে। ওড়িশাতে কতগুলো মানুষকে আটক করে রাখা হয়েছিল। আপনারা বাংলার মনীষীদের অপমান করছেন। বারবার এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদ করেছেন। তিনি ট্যুইট করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলেছেন। এবার আর চুপ করে থাকা নয়। প্রতিবাদে রাস্তায় নামছে তৃণমূল কংগ্রেস।

ইসকনের প্রণামীর টাকা ফেরাল পুলিশ

সংবাদদাতা, এগরা : ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে যাওয়ার সময় রাস্তায় পড়ে যাওয়া ৭ লক্ষ টাকা ইসকনের হাতে ফিরিয়ে দিল এগরা থানার পুলিশ। জানা যায়, এগরার বালিঘাইতে ইসকনের তরফে বড়সড় করে প্রতি বছর রথযাত্রা পালন হয়। চলতি বছর সেই রথযাত্রায় ভক্তদের থেকে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা প্রণামী জমা পড়ে। গত ৭ জুলাই প্রণামীর টাকা বাইকের পেছনে ব্যাগে ঝুলিয়ে ব্যাঙ্কে জমা দিতে যাচ্ছিলেন এক ভক্ত। মাঝপথে টাকার ব্যাগটি পড়ে গেলে ইসকনের তরফে এগরা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবীদয়াল কুণ্ডু বলেন, সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে জানা যায় এক বাইক আরোহী ব্যাগটি তুলে নিয়ে যান। বাইকের নম্বর ট্র্যাক করে তদন্তে নেমে টাকা উদ্ধার হয়।

ভগবানপুর, চণ্ডীপুরের দুই সমবায়েই ধরাশায়ী রাম-বাম, জিতল তৃণমূল

সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর : বিধানসভা ভোটের আগে পূর্ব মেদিনীপুরের দুই সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ের নিশান ওড়াল তৃণমূল। দুটি সমবায়েই বোর্ড গড়বে তৃণমূল। রবিবার ভগবানপুর ২ ব্লকের তিওরখালি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে মোট ৯টি আসনের ৭টিতেই বিজেপিকে ধরাশায়ী করে জিতে যায় তৃণমূল। এই সমবায়টি আগেও তৃণমূলের দখলে ছিল। জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানান জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মানব পড়ুয়া, ব্লক তৃণমূল সভাপতি অম্বিকেশ মান্না প্রমুখ। তাঁরা বলেন, মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছেন এটাই তার প্রমাণ। অন্যদিকে, চণ্ডীপুরেও রবিবার রসিকাচক দক্ষিণ ব্রজলালচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচন ছিল। সেখান মোট ৭১টি আসনের ৬৪টি জিতে নেন তৃণমূল প্রার্থীরা। বাকি সাতটি আসন রাম-বাম জোটে। এই সমবায়ের ১৪টি আসনে আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিল তৃণমূল। রবিবার বাকি আসনে নির্বাচন হয়। সেখানেও জয়ের নিশান ওড়ায় তৃণমূলই। এই সমবায়ে ১২টি জোনের মোট ভোটার প্রায় ১৩০০। ভোট পড়ে ৯০ শতাংশ। চণ্ডীপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সুনীল প্রধান বলেন, বিজেপি-সহ বিরোধী পক্ষ নানা কুৎসায় মেতেছিল। সমবায় নির্বাচনে মানুষ যেভাবে জবাব দিয়েছেন তাতে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই রয়েছেন।

■ ভগবানপুরে সবুজ আবির মেখে জয়োল্লাস তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের। রবিবার।

বাঙালির পাশে তৃণমূল কংগ্রেস

(প্রথম পাতার পর)

করেন। এই মানুষগুলো আমাদের মতোই ভারতীয়। তাঁদের কাছে যাবতীয় প্রমাণপত্র আছে। কিন্তু রোহিঙ্গার তকমা দিয়ে তাঁদের ভিটেহারা করতে নির্মমতার পরিচয় দিচ্ছে বিজেপি। ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তকারী বিজেপির লক্ষ্য একটাই, বাঙালি খেদাও। কোনও পরিচয়পত্রের তোয়াক্কা না করে এই হতদরিদ্র মানুষগুলোকে জল ও বিদ্যুতের লাইন কেটে আরও চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে চেয়ে বিজেপি এই নোংরা রাজনীতির তীব্র নিন্দায় সোচ্চার হন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়।

ইতিমধ্যেই জয় হিন্দ কলোনির জমি বিবাদ কোর্টে পৌঁছেছে। তিরিশটি পরিবার জমির মালিকানা দাবি জানিয়েছে। আদালতে মামলা বিচারাধীন। সেপ্টেম্বরে আদালতে পুনরায় শুনানি আছে। তা সত্ত্বেও জমির মালিক এবং প্রশাসনের দখলদারি, এই টানাটানির খেসারত দিতে হচ্ছে এই দরিদ্র বাঙালি পরিবারগুলিকে। এর তীব্র সমালোচনা করে সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দিতেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল জয় হিন্দ কলোনিতে এই গরিব মানুষগুলির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দিল্লিতে একাধিক রাজনৈতিক দল এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে। সুখেন্দুশেখরের আবেদন, যেভাবে অগণতান্ত্রিক, অমানবিক এবং বেআইনি পদ্ধতিতে উচ্ছেদ চলছে এই ঘটনায় এই দরিদ্র মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে একজোট হয়ে প্রতিবাদ জানানো প্রয়োজন।

নাগরিকপঞ্জি থেকে নাম বাদ

(প্রথম পাতার পর) ঘৃণ্য কাজের জবাব চেয়েছেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অসমের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি একাধিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বলেন, এটা কোন দেশ? অসমের একজনকে বিয়ে করলে কী দোষ? নাগরিকত্ব চলে যাবে? কেন্দ্র সরকার যে বলে এ-দেশে জাতিদের প্রথা নেই। তাহলে কি মুখেই যত কথা? বিবাহিত জীবনকে অপমান করছে। আমরা অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনি কি বিদেশি গুনছেন? এইভাবে বিদেশি? আপনাকে প্রশ্ন, যখন ভারতে বিদেশিরা শাসন করত, সেই ভারতকে বিদেশি-শাসন মুক্ত করতে, স্বাধীনতা আনতে কারা লড়েছিলেন? ইতিহাস আপনার জানা নেই? ইতিহাস পড়ুন। এনআরসি করছেন? আমরা ধিক্কার জানাই। শুধু আরতিদেবীই নন, তাঁর জা-ও একই আতঙ্কের শিকার। মন্ত্রী এদিন আরও তথ্য তুলে ধরে বলেন, আরতিদেবীর জা-ও শ্বশুরবাড়ি, পরিবার ছেড়ে রয়েছেন আলিপুরদুয়ারে। এই প্রসঙ্গে কোচবিহারের দিনহাটার বাসিন্দা উত্তম ব্রজবাসীকে এনআরসি নোটিশ পাঠানোর কথাও উঠে আসে। মন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, রাজবংশী দেখলেই কিছু একটা করতে হবে। তাঁর কাছে পরিচয়পত্র আছে ভারতবর্ষের নাগরিকের, তার পরেও তাঁর কাছে নোটিশ? একইভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কোচবিহারের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

পিঠ বাঁচাতে হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী মাঝি

(প্রথম পাতার পর) জানা যাচ্ছে, অভিযুক্ত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। শেষে ন্যায়বিচার চাইতে ভরা কলেজ ক্যাম্পাসে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করতে হল তরুণীকে! তাতেও বিজেপির বিকশিত ভারতে নারীদের জন্য ন্যায়বিচার অধরা। ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে নারীদের প্রতি এই অন্যায়ের নিন্দা করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে মহিলাদের উপর লাগাতার যৌননির্যাতন, হেনস্থা, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ চলছেই। বিজেপি এখানে কন্যা-সুরক্ষা যাত্রা না করে ওখানে যাক না। ওড়িশায় পরপর একই ঘটনা ঘটছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যোগীরাজ্যে ফের ভয়ঙ্কর প্রতারণা। এক প্রবীণ বিজ্ঞানীকে ডিজিটাল গ্রেফতার করে বরেলিতে হাতিয়ে নেওয়া হল ১ কোটি টাকা। সিবিআই অফিসার সেজে প্রতারকরা ৩ দিন ধরে তাঁকে ভুয়ো গ্রেফতার করে রেখেছিল বলে অভিযোগ

বিজেপির মধ্যপ্রদেশে পঞ্চায়েতে ব্রাত্য হিন্দুরাও

গ্রামের রামমন্দিরে প্রবেশ নিষেধ দলিতদের

অধিকার নেই পুজো করার, প্রসাদ পাওয়ারও

সৌভিক মহন্ত
সাতপিপালিয়া, মধ্যপ্রদেশ থেকে ফিরে

সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। হ্যাঁ, নরেন্দ্র মোদির বিজেপির গোটা দেশ জুড়ে শুধু একটাই বার্তা। কিন্তু আদতে কি সত্যিই তেমনটা হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের চিত্র তো সে-কথা একেবারেই বলছে না। বরং সেখানে ফুটে উঠছে এক বর্ণপ্রথার ভয়ঙ্কর ছবি। যে হিন্দুত্বের ধ্বজা উড়িয়ে গোটা দেশে নানান কথা বলতে শোনা যায় বিজেপির নেতা-নেত্রীদের, সেই বিজেপি শাসিত রাজ্যে বেহাল দশায় হিন্দুরাই। এই শতকেও মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ দলিতদের। ভগবান শ্রীরামের পুজোর অধিকারটুকু কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাঁদের কাছ থেকে। হ্যাঁ, ডবল ইঞ্জিন সরকার মধ্যপ্রদেশের চিত্র তো এই কথাই বলছে।

দলিত সমাজের হেমলতা বাই, সুশীলা বাই-রা তাঁদের ভগবানের মন্দিরে উঠতে পারেন না। গ্রামে নতুন রামমন্দির হয়েছে। কিন্তু কড়া নির্দেশ, তাঁরা যেন মন্দিরে উঠতে না পারেন। উঠলেই নেমে আসতে পারে কঠিন শাস্তি। 'অপরাধ' একটাই, তাঁরা কেউ হরিজন, কেউ আবার মালবি সমাজের। মধ্যযুগীয় সেই বর্ণপ্রথা বিজেপি এখনও বেশ গর্বের সঙ্গেই বয়ে নিয়ে চলেছে মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন গ্রামগুলোতে।

সাতপিপালিয়া গ্রামের দিলীপ সিংয়ের গলা থেকে তো ঝরে পড়ল একরাশ ক্ষোভ আর হতাশা। আবারও দলিতদের এই কথা বলার পরে তাঁর ওপর যে নেমে আসতে পারে বড়সড় বিপত্তির খাঁড়া তাও বলতে দ্বিধা করেননি তিনি।

সাতপিপালিয়া, ভাওখেরি গ্রাম থেকে জামুনিয়া প্রতিটা গ্রামের গল্পটা একই। যে বিজেপি গোটা দেশ জুড়ে রামমন্দিরের প্রসাদ বিতরণের কথা বলে বেড়াচ্ছে, তাদের তালিকা থেকেই বাদ পড়েছেন এই দলিত সমাজের মানুষরা। তাঁদের ঘরে প্রসাদটুকু পর্যন্ত পৌঁছে দেয় না বিজেপি শাসিত এই সরকার। প্রশ্ন করলে দলিত সমাজের মানুষদের মুখের উপর বলে দেয়, পিছড়েবর্গের মানুষ বলে তাঁদের পুজোর কোনও কিছুতেই অধিকার নেই। অথচ তাঁদেরই গ্রামে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে পঞ্চান্ন লক্ষ টাকার বিরাট রামমন্দির। অন্যান্যদের থেকে চাঁদা নিলেও, দলিতদের থেকে চাঁদাটুকুও নেয়নি তারা। কারণ একটাই, তাঁরা যদি মন্দিরে পুজো দিতে চায়। দলিতদের অবস্থা যে সেখানেই ক্রমশই খারাপ হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দীপক সিং ও দলিত মহিলা। ছবি- দেবস্মিত মুখোপাধ্যায়

সাতপিপালিয়ার দিলীপ সিং বলছিলেন, আমরা কেউ রামমন্দিরে যাই না। কী করে যাব? আমরা যে সেখানে পুজো দিতেই পারব না। কারণ আমরা তো দলিত সমাজের মানুষ। সেই উৎসবে থাকার কোনও অধিকার নেই আমাদের। একই অনুভূতি সুনীতা, হেমলতারাও।

গোটা দেশে রামমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রসাদ বিতরণ হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের দলিতদের কাছে তা পৌঁছয়নি। কারণ তাঁরা দলিত। দিলীপ সিং হতাশার সুরে বলছিলেন, রামমন্দিরের প্রসাদ যে গোটা দেশে দেওয়া হয়েছে, তা কিন্তু একেবারেই আমাদের কাছে আসেনি। কারণটা সেই একই। আমরা যে উচ্চবর্ণের নই। নিম্নবর্ণের মানুষ বলেই তো আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার। আমাদের সঙ্গে এমনটাই বারবার হয়ে আসে। কী করব? ভগবানের মন্দিরে যাওয়ার উপায় নেই। ঘরে ভগবান রয়েছেন। তাঁকেই পুজো করি।

একই কথা বলছিলেন সুনীতা, হেমলতারাও। সুনীতা বাই কষ্টের সঙ্গে বলছিলেন, আমরা নিজেরাই এখন আর যাই না। আসলে আমরা নিম্নবর্ণের মানুষ। সেই কারণেই এই মন্দিরে আমরা পুজো দিতে পারি না। আমরা গিয়েছিলাম সাতপিপালিয়া গ্রামে। সেখানেই দলিতদের গলা থেকে বেরিয়ে এল একরাশ ক্ষোভ, হতাশা। তাঁদের বিধায়ক আবার মধ্যপ্রদেশের রাজস্বমন্ত্রী। আর তাঁরই জমানায় ক্রমশই অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে দলিত সমাজের মানুষরা। কথা বলার সময় বারবার তাঁদের চোখে জল চলে আসছিল। আবার আতঙ্কও ধরা পড়ছিল তাঁদের চোখে-মুখে। বারবারই তাঁরা বলছিলেন, এমনটা যে বলছি ওরা যদি জানতে পারে আমাদের ওপরই আবার চোটপাট করতে আসবে। যে সরকার মুখে সবসময় হিন্দুত্বের বুলি আওড়ায়, বারবার বিকাশের কথা শোনা যায় যাদের মুখে, সবসময়ই যারা বলে ডবল ইঞ্জিন সরকারের কথা, সেই ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে নিপীড়িত হিন্দুরাই। বর্ণপ্রথায় পুজোর অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে দলিত সমাজের মানুষদের থেকে। মধ্যপ্রদেশের সমস্ত গ্রামের চিত্রটাই এখন এমন।

বাংলায় অনুপ্রবেশ? মিথ্যাচার প্রমাণিত নীতি আয়োগের সমীক্ষায়

প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে নাকি বাড়ছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা। মোদি-অমিত শাহের এই ভুল ধারণাকে এবার দুরমুশ করে দিল নীতি আয়োগের এক রিপোর্ট। এই ধারণা কতটা বিভ্রান্তিমূলক সে বিষয়টি স্পষ্ট জানানো হয়েছে নীতি আয়োগের 'সামারি রিপোর্ট ফর দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এ। প্রধানমন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে বিজেপির সব নেতাই দাবি করেন পশ্চিমবাংলায় অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বিশেষ করে নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসে ততই এদের বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের মাত্রা বেড়ে যায়। কিন্তু খোদ নীতি আয়োগের রিপোর্টেই দেখা গিয়েছে বিজেপির এই মনগড়া তথ্য একেবারে সর্বৈব মিথ্যে। রিপোর্ট বলছে, জাতীয় গড়ের তুলনায় বাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেকটাই কমেছে। ২০২৩ সালের জনগণনা অনুযায়ী বাংলায় এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মাত্র ০.৫ শতাংশ। বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলায় যদি অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়স্থল হত তাহলে রাজ্যের জনসংখ্যা কোনওভাবেই এত কম হত না। সেক্ষেত্রে তা জাতীয় গড়কে ছাড়িয়ে যেত। প্রসঙ্গত, জাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় ০.৯ শতাংশ। এ-বিষয়ে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, অনুপ্রবেশ নিয়ে বিজেপি যে শুধুমাত্র মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে, নীতি আয়োগের তথ্যে ফের এই বিষয়টিই স্পষ্ট হল। মনে রাখতে হবে, তত্ত্ব মনগড়া হতে পারে, কিন্তু তথ্য মিথ্যা কথা বলে না। আর যেখানে নীতি আয়োগই এই তথ্য দিচ্ছে, সেখানে ওদের আর মানুষকে বোকা বানানোর পথ রইল না।

লাইনচ্যুত মালগাড়িতে অগ্নিকাণ্ড তামিলনাড়ুতে

প্রতিবেদন: সাতসকালে পণ্যবাহী ট্রেনে করে অপরিশোধিত তেল নিয়ে যাওয়ার সময় তামিলনাড়ুর তিরুভাল্লুর স্টেশনের কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। দাহ্য পদার্থ বোঝাই ট্রেনে আচমকা বিস্ফোরণ! লাইনচ্যুত ট্রেনের তিনটি কামরা। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশের কয়েকফুট উপর পর্যন্ত উঠেছে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে রেলের ইঞ্জিনিয়ার, আরপিএফ, দমকল পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। যে বগিগুলিতে আগুন লেগেছে সেগুলো আলাদা করা হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ওভারহেড বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করা হয়েছে রেলের তরফে। দুর্ঘটনার ফলে দক্ষিণ ভারতের রেল পরিষেবা বিপর্যস্ত।

প্রাথমিক রিপোর্টে হতাশ পরিজনরা

প্রতিবেদন : আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্টে হতাশ নিহতদের পরিজনরা। তাঁরা জানতে চাইছিলেন, ঠিক কী ঘটেছিল ১২ জুন, কী কারণে এত বড় দুর্ঘটনা। কিন্তু এই রিপোর্ট নিয়ে মৃতদের পরিবারগুলো যথেষ্টই হতাশ। তাঁদের মতে, পাইলটের কথোপকথন বাদ দিলে বাকি রিপোর্ট একটি পণ্যের বিবরণকে তুলে ধরা হয়েছে বলে মনে হয়েছে। মৃত পরিবারের সদস্য ইমতিয়াজ প্রকাশিত রিপোর্ট নিয়ে রীতিমতো হতাশ। দুর্ঘটনায় তিনি ভাই, বউদি এবং ভাগ্নেদের হারিয়েছেন। তাঁর কথায়, এই তদন্ত রিপোর্টের জন্য অধীর আগ্রহে ছিলাম। ইমতিয়াজ বলেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রিপোর্ট পড়েছি। কিন্তু এর মধ্যে এমন তথ্য কিছু নেই যা সন্তুষ্ট করতে পারে। এই রিপোর্ট শুধুই তথ্যের উপস্থাপন। এমন কিছুই নেই যা প্রকৃতপক্ষে দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে জানায়। দুর্ঘটনার দিন থেকে শোকের মধ্যে আছি। আর কোনও কিছুই বদলাবে না জানি। আমরা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের অপেক্ষায় থাকব। শ্বেতা পরিহার বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর ৪৩ বছর বয়সী স্বামী অভিনব পরিহারকে হারিয়েছেন। ভাই, বউদি এবং দুই সন্তানকে হারিয়েছেন বদসাব সৈয়দ। রিপোর্টে হতাশ তাঁরাও।

আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

ঘুমের মধ্যে বারবার কেঁপে উঠছেন রমেশ

প্রতিবেদন: পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার? জুন মাসের ১২ তারিখে গুজরাটের আমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী বিমান টেক অফের কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আছড়ে পড়েছিল সামনের মেডিক্যাল হস্টেলে। সফররত ২৪২ জনের মধ্যে একমাত্র জীবিত যাত্রী বিশ্বাসকুমার রমেশ এখনও আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। দুর্ঘটনার পর প্রায় একমাস অতিক্রান্ত। কিন্তু ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক এখনও ঘোরের মধ্যে আছেন। কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। এমনকী রাতে মাঝেমধ্যেই ঘুমের মধ্যে বারবার কেঁপে উঠছেন, জানিয়েছে পরিবার। রমেশকে সুস্থ করতে মনোবিদের পরামর্শ নেওয়া শুরু হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এএআইবি। যদিও রমেশ এসব থেকে অনেক দূরে। টিভিতে এই দুর্ঘটনার সংক্রান্ত কোনও খবর তাঁকে দেখাতে চাইছে না পরিবার। দুর্ঘটনার পর বিমানের ধ্বংসস্তূপের কাছ থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটেই অ্যাম্বুল্যান্সে উঠতে দেখা গিয়েছিল রমেশকে। কীভাবে বেঁচে গেলেন, তা নিজেও জানেন না। পাঁচদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর ১৭ জুন ছাড়া পান।

দেশ বিদেশ

14 July, 2025 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির বসন্ত বিহারে একটি অডির ধাক্কায় গুরুতর আহত পাঁচজন। এদের মধ্যে আট বছরের এক শিশুও রয়েছে বলে খবর। বুধবার মধ্যরাতের এই ঘটনায় উৎসব শেখর নামে গাড়ির চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে

বিজেপির বিহারে বাংলাদেশ, নেপাল, মায়ানমারের নাগরিকরাও

ভুয়ো নাম ঢোকাচ্ছে কমিশন, ভিডিও প্রকাশ করে পর্দা ফাঁস করল তৃণমূল

প্রতিবেদন: প্রতিদিন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে তথ্য দিয়ে দেখানো হচ্ছে বিহারে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিউ কতটা সফল। কত শতাংশ মানুষকে সেই রিভিউ-এর আওতায় নিয়ে আসতে পারা গিয়েছে। তা দেখিয়ে সাফল্য জাহির করার যে চেষ্টা নির্বাচন কমিশন চালিয়ে যাচ্ছে, এবার ভিডিও প্রকাশ করে তার পর্দাফাঁস করল বাংলার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ভিডিওতে উঠে এল কীভাবে ভুয়ো মানুষের নাম ঢুকিয়ে এসআইআর-এর কাজ শেষ করে ফেলা হয়েছে বলে তুলে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে কমিশন। সেই সঙ্গে ফাঁস হল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নজর এড়িয়ে তিন প্রতিবেশী দেশ থেকে কীভাবে অভারতীয়রা নীতীশ কুমারের বিহারে ভারতীয় হয়েই বসবাস করছে।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশনের এসআইআর-এর বিরোধিতায় মামলা দায়ের হওয়ার পরে শীর্ষ আদালত এই প্রকল্পের সময় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। তা পাল্টা কমিশন দাবি করেছিল তাদের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ মানুষকে নথিভুক্তকরণের কাজ সারা হয়ে গিয়েছে। এরপরই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র বিহারের এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন একটি ভিডিও প্রকাশ করে এই রিভিউ প্রক্রিয়ার বাস্তবটা তুলে ধরেন। সেখানে দেখা যায়, যে রিভিউ ফর্মগুলি নথিভুক্ত হয়ে গিয়েছে বলে সাজানো হয়েছে, সেগুলিতে কোথাও নাম নেই। কোথাও সামান্য নাম ও বাবার নামের পরে আর কোনও তথ্য নেই।

বিস্তর ফর্মে নাম ও স্বাক্ষর ছাড়া নাগরিকত্বের কোনও নথিই নেই।

নির্বাচন কমিশনের রিভিউ প্রক্রিয়া যে আদতে দেশের মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার বিজেপির নতুন খেলা, তা প্রথম তুলে ধরেছিল বাংলার শাসকদল তৃণমূল। সাংসদ মহুয়া মৈত্র প্রথম এই কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কার্যত এই ভিডিও প্রমাণ করে দেয় সেই দাবি কতটা সত্যি ছিল। মূলত যে ফর্ম সংগ্রহের প্রক্রিয়া চালিয়েছে বিহারে নির্বাচন কমিশন, তাতে নাম রয়েছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের। ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষের ফর্মই খুঁজে পাওয়া দায়। অথচ কমিশনের দাবি, ৮০ শতাংশ বিহারবাসী ফর্ম পূরণ করে দিয়েছেন। আদতে নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের নাগরিকত্ব নথিভুক্তিকরণ এই প্রক্রিয়ায় কীভাবে বেছে বেছে মানুষের নাগরিকত্বে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে, তা প্রমাণ করলেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তবে যে পরিমাণ নাগরিক নিজেদের ফর্ম সঠিকভাবে পূরণ করেছেন, তাতেও প্রকাশ্যে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ব্যর্থতার ছবি। সেখানে ধরা পড়েছে বিহারে বসবাসকারী বিপুল পরিমাণ বাংলাদেশের নাগরিক, নেপালের নাগরিক ও মায়ানমারের নাগরিকদের নাম। এই তথ্য হাতে আসার পরই সেই সব নথি ফের যাচাইয়ের জন্য পাঠিয়েছে কমিশন। এই সত্য প্রকাশ্যে আসতেই নিজেদের বিপদ বুঝতে পারা বিজেপি নেতা অমিত মালব্য বহিরাগত নাগরিকদের আশ্রয় দেওয়া নিয়ে বিরোধীদের চাপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি হয়তো ভুলে গিয়েছেন বিহারে বর্তমানে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে বিজেপির জোট সরকার রয়েছে।

বিহারের নাগরিকত্বের এই হিসাব প্রকাশ্যে আসতেই তোপ তৃণমূলের। রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের দাবি, সেখানে নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুক। নেপাল থেকে সীমান্ত পেরিয়ে বিহারে ঢুকছে। সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। পশ্চিমবঙ্গে এরা বড় বড় কথা বলে অনুপ্রবেশ নিয়ে। সীমান্ত তো দেখে বিএসএফ। পহেলগাঁও দিয়ে জঙ্গি ঢুকছে, রুখতে পারে না। নেপাল দিয়ে বহিরাগত ঢুকছে বিহারে, রুখতে পারে না। বাংলাদেশ থেকে আগরতলায় ঢুকছে, রুখতে পারে না। রাজনীতি শুধু করতে আসে বাংলায়।

সঞ্জয়কে জেল, কাসভকে ফাঁসির পুরস্কার! রাজ্যসভায় মনোনীত আইনজীবী নিকম

প্রতিবেদন: আনুগত্যের স্বীকৃতি! ২০১৪ মহারাষ্ট্র নির্বাচনে কংগ্রেস ও শিবসেনা জোটকে সরিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পিছনে একটা ভূমিকা কারণ ছিল ২০১৩ মুম্বই সিরিয়াল ব্লাস্টের রায় ঘোষণা। সেই রায়ে অভিনেতা সঞ্জয় দত্তকে ৫ বছরের জন্য জেলে পাঠানোর ঘোষণা বিজেপির দেশভক্তির নীতিকে মহারাষ্ট্রে খাড়া করার সুযোগ দিয়েছিল। সুফল মিলেছিল বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে। সেই থেকেই মহারাষ্ট্রে বিজেপির গোড়াপত্তন। সেই গোড়াপত্তনের কারিগর সরকারি আইনজীবী উজ্জ্বল নিকমকে এবার স্বীকৃতি বিজেপি সরকারের। তাঁকে রাজ্যসভার জন্য মনোনীত করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয় রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার শূন্য আসনের জন্য চারজনকে মনোনীত করেছেন। তার মধ্যে প্রথম নাম আইনজীবী উজ্জ্বল দেওরাও নিকম। ১৯৯৩ মুম্বই সিরিয়াল ব্লাস্টের মামলায় ২০০৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অস্ত্র আইনে দোষী সাব্যস্ত হন কংগ্রেসের মন্ত্রী সুনীল দত্তর ছেলে অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত। এরপর ২০১৩ সালে সর্বশেষ রায়েও সঞ্জয় দত্তকে দোষী বলেই চিহ্নিত করে শীর্ষ আদালত। আর নির্বাচনে সেই রায়কেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে বিজেপি। নির্বাচনের ঠিক আগে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সঞ্জয় তাস ফেলার সুফল মেলে ২০১৪ মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে।

তবে শুধুমাত্র মুম্বই সিরিয়াল ব্লাস্ট নয়, ২৬/১১ মুম্বই সন্ত্রাসবাদী হামলার মামলাতেও বিশেষ সরকারি আইনজীবী হিসাবে ছিলেন উজ্জ্বল নিকম। মূলত টেররিস্ট অ্যান্ড ডিসরাপ্টিভ অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্ট সংক্রান্ত মামলায় মহারাষ্ট্রের আইনজীবী হিসাবে বারবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন উজ্জ্বল নিকম। কংগ্রেস আমলে জেলের ভিতরে আজমল কাসভকে বিরিয়ানি দেওয়া হচ্ছে, এই তথ্য প্রকাশ্যে এনে কংগ্রেস-এনসিপির বিরুদ্ধে বিজেপির হাতে হাতিয়ার তুলে দিয়েছিলেন নিকম। যদিও পরে নিজেই স্বীকার করেছিলেন বিরিয়ানির কাহিনি আবেগকে উসকে দিতে করেছিলেন তিনি। যদিও ততদিনে বিজেপির নির্বাচনী ফায়দা তোলার কাজ সারা হয়ে গিয়েছিল।

আজমল কাসভকে ফাঁসিতে ঝোলানোতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর উজ্জ্বল নিকমের। তার পুরস্কারও ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে পেয়েছিলেন তিনি। মুম্বই নর্থ সেন্ট্রাল লোকসভা কেন্দ্র থেকে উজ্জ্বল নিকমকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। যদিও তিনি কংগ্রেস প্রার্থী বর্ষা গায়কোয়াড়ের কাছে পরাজিত হন। লোকসভার সাংসদ পদ হাতছাড়া হওয়ায় এবার রাজ্যসভার সাংসদ পদ তাকে উপহার দিতে চলেছে বিজেপি।

শুধুমাত্র উজ্জ্বল নিকম নন, প্রত্যাশিতভাবেই এবার আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে রাজ্যসভার আসন পেতে চলেছেন প্রাক্তন বিদেশসচিব তথা একাধিক দেশের রাষ্ট্রদূত হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, কেরলের সমাজকর্মী সদানন্দন মাস্টার এবং ইতিহাসবিদ মীনাক্ষী জৈন।

বিএনপির চাঁদার জুলুম, ঢাকায় খুন ব্যবসায়ী

প্রতিবেদন: ইউনুসের বাংলাদেশে এবারে তাণ্ডব শুরু করছে বিএনপি। রাজধানী ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের ৩ নম্বর গেটের সামনে নৃশংসভাবে খুন করা হল ব্যবসায়ী লালচাঁদ ওরফে সোহাগকে। ৩৯ বছর বয়সের ওই ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে, ইট-পাথর দিয়ে আততায়ীরা থেঁতলে দেয় তাঁর মাথা এবং গোটা শরীর। বিবস্ত্র করে শরীরের উপরে উঠে নাচানাচিও করতে দেখা যায় কয়েকজনকে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতায় উঠে এসেছে এই নৃশংসতার কথা। ঘটনাটি গত বুধবার সন্ধ্যায় ঘটলেও ঘটনার ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ার পরেই প্রকাশ্যে আসে বিষয়টা। এই ঘটনায় সরাসরি অভিযোগের আঙুল উঠেছে বিএনপির ছাত্রদল, যুবদল এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, লালচাঁদ একসময়ে বিএনপির সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে বিএনপির চাঁদার জুলুম। লালচাঁদকে খুনের ঘটনায় মামলা দায়ের করেছেন তাঁর বোন। এই মামলায় মোট ১৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত যে ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার মধ্যে একজন বিএনপির সক্রিয় কর্মী বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকা-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ হয় শনিবার এবং রবিবার।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, একের পর এক অপরাধে যুক্ত হয়ে পড়ছে বিএনপি নেতা-কর্মীরা। চাঁদাবাজি, খুন-সন্ত্রাস বন্ধের দাবি জানায় বিভিন্ন সংগঠন। এদিকে ক্রমশই বাড়ছে বিএনপির গোষ্ঠী-সংঘর্ষ। ঠাকুরগাঁওয়ে বিএনপি কর্মীদেরই হামলার মুখে পড়েন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগিরের ছোটভাই মির্জা ফয়সল আমিন। শনিবার রাতে ভাঙচুর করা হয় তাঁর গাড়িও। এখানেই শেষ নয়, বিএনপির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি বা চাঁদার জুলুমের অভিযোগ এনেছেন বাসমালিক এবং কর্মীরাও। অভিযোগ, চাঁদার দাবিতে এক বিএনপি নেতার সন্ত্রাসে ঢাকা যেতে পারছে না, শরিয়তপুর সুপার সার্ভিস। যাত্রাবাড়ি এলাকায় একাধিক বাসে ভাঙচুর করে শ্রমিকদের উপরে বিএনপির সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ।

বঙ্গ বিজেপির কাশ্মীর বিরোধী মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ ভূস্বর্গের ছাত্রদের

প্রতিবেদন: গদ্দার অধিকারীর কাশ্মীর বিরোধী মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করল দ্য জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন। সম্প্রতি এই গেরুয়া নেতা বাংলার ভ্রমণ ও সৌন্দর্যপিপাসুদের আগ বাড়িয়ে জ্ঞান দিয়েছেন, কাশ্মীরে বেড়াতে যাবেন না। তার বদলে হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড কিংবা ওড়িশায় যান। জেকেএসের জাতীয় আহ্বায়ক নাসির খুয়েহামি গদ্দারের এই বক্তব্যকে বিভেদকামী, লজ্জাজনক এবং বিপজ্জনক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, এই ধরনের মন্তব্য ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ এবং সাংবিধানিক নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। নাসিরের সাফ কথা, আমরা বহিরাগত নয়। আমাদের বয়কট করার কোনও প্রশ্নই নেই। এই ধরনের ঘৃণ্য মন্তব্য আসলে অসংবিধানিক এবং অমানবিক। লক্ষণীয়, এই ধরনের বিভেদকামী মন্তব্য করা হয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা দেখা করার ঠিক পরেই। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন, কাশ্মীরের মানুষ বাংলার পর্যটকদের স্বাগত জানাতে সর্বদাই প্রস্তুত।

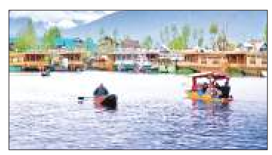

ভোটের মুখে নীতীশের বিহারে আবার খুন

প্রতিবেদন: নির্বাচন আসন্ন। রাজনৈতিক উত্তেজনার থেকেও বিহারে তা স্পষ্ট হচ্ছে বাড়তে থাকা অপরাধের ঘটনায়। ব্যবসায়ী গোপাল খেমকার হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহের মধ্যেই পাটনাতেই খুন হলেন বিজেপির কিষাণ মোর্চার নেতা সুরেন্দ্র কেওয়াত। সূত্রের খবর, শনিবার রাতে সুরেন্দ্র শেখপুরার মাঠে কাজ করার সময়ে দুই আততায়ী বাইকে চেপে সেখানে আসে। বাইক থেকেই আততায়ীরা সুরেন্দ্র কেওয়াতকে লক্ষ্য করে পরপর চারটি গুলি করে পালিয়ে যায়। আওয়াজ শুনে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এসে ৫২ বছরের বিজেপি নেতাকে উদ্ধার করে দ্রুত পাটনার এইমস-এ নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তবে এখানেই শেষ নয়। খুনের ধারাবাহিকতার শুরু শনিবার রাত থেকে। সীতামার্হি এলাকায় এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে পালিয়ে যায় তিন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী। ওয়াসিম আনোয়ার খান ওরফে পুটু খান নামের ওই ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনা ফের একবার মনে করিয়ে দেয় একই জেলা পাটনায় মাত্র কয়েকদিন আগের ব্যবসায়ী গোপাল খেমকার খুনের ঘটনা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৯ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে শৈলী শপথ পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, কবিতাপাঠ। প্রদান করা হয় সম্মাননা

খোলা হাওয়া

যখন বৃষ্টি নামলো

» শ্রাবণী সেন বর্তমান সময়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে শীর্ষস্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে এক উজ্জ্বল নাম। তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন সুরের জাদু, বিদ্বজ্জন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোলে স্নাতকোত্তর। পেশাগত জীবন শুরু করেন সাংবাদিকতা দিয়ে। পরবর্তীকালে এক জনপ্রিয় নারীবিষয়ক পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। রবীন্দ্র-গান চর্চায় তাঁর ৩৫ বছরের বেশি সময় ধরে তাৎপর্যময় উপস্থিতি ও অবদানকে স্মরণীয় করে তুলতে শ্রাবণী সেন মিউজিক অ্যাকাডেমি তাঁর একক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ১২ জুলাই, রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানের শিরোনাম 'যখন বৃষ্টি নামলো'। প্রথমার্ধে তাঁর গানের সঙ্গে ছিলেন পিয়ানোয় দেবাশিস সোম ও বেহালায় সন্দীপন গাঙ্গুলি, কবিতায়-গল্পে রাজা দাস। দ্বিতীয়ার্ধে বাঁশিতে বুবাই নন্দী, বেস গিটারে লাল্টু রায়, কি-বোর্ডে সৌরভ চক্রবর্তী, তবলায় স্বপন অধিকারী, পারকাশনে তপন অধিকারী এবং গল্পে কবিতায় সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। আলোকসম্পাত উত্তীয় জানা, ধ্বনি প্রক্ষেপণ হাসি পাঞ্চাল এবং শিল্প নির্দেশনা চন্দন গুপ্ত। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বৃষ্টি নেমেছিল শ্রোতাদের মনে-মনে।

পোশাক ক্রেতা ও বিক্রেতা সম্মেলন

» কলকাতার সায়েন্স সিটিতে ২ লক্ষ বর্গফুট এলাকা জুড়ে তিন দিনব্যাপী ৫৮তম গার্মেন্টস মেলা এবং বিজনেস টু বিজনেস এক্সপো অনুষ্ঠিত হল। ৬০ বছর ধরে শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করা ওয়েস্ট বেঙ্গল গারমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনুষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক সম্ভাবনা তৈরি করে। এই পোশাক ক্রেতা ও বিক্রেতা সম্মেলন এবং বিজনেস টু বিজনেস এক্সপোয় ১০০০টিরও বেশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড উপস্থিত ছিল,

যেখানে শিশু, পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য তৈরি পোশাক প্রদর্শিত হয়। উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু। এছাড়াও ছিলেন হরিকিষাণ রাঠি, বিজয় কারিওয়ালা, প্রদীপ মুরারকা, দেবেন্দ্র বৈদ প্রমুখ।

সচেতনতামূলক নাটক

» 'ছোট পরিবার, সুখী পরিবার'— এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে অভিনব উদ্যোগ নিলেন ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজের নার্সিং বিভাগের ছাত্রীরা। হাসপাতালের সেবা দেওয়ার পাশাপাশি এবার নাটকের মাধ্যমে সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে পথে নামলেন ১২ জন নার্সিং ছাত্রী। নার্সিং পেশায় কাজ করতে গিয়ে সমাজের নানা বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হন এই ছাত্রীরা। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের অল্প বয়সে বিয়ে, একাধিক সন্তানের জন্মদান এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব— এই সমস্ত বিষয়ে নার্সিং দিদিমণিদের সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন রোগিণীরা। সেই অভিজ্ঞতাকেই রূপ দিয়েছেন একটি নাটকের মাধ্যমে। ছাত্রীরা নিজেরাই লিখেছেন এই নাটক, নাম দিয়েছেন 'ছোট পরিবার, সুখী পরিবার'। অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন— যেখানে কেউ মা, কেউ বাবা, আবার কেউ শাশুড়ির চরিত্রে। এমনকী, কম বয়সে গর্ভধারণ করতে বাধ্য হওয়া এক কিশোরীর যন্ত্রণাও উঠে এসেছে নাটকে। প্রতিটি দৃশ্যই বাস্তব ঘটনায় অনুপ্রাণিত। এই পথনাটিকা পরিবেশিত হয় ডায়মন্ড হারবার ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে জনবহুল এলাকায়। পথ চলতি সাধারণ মানুষ থমকে দাঁড়িয়ে দেখেন এই নাটক। অনেকে হাততালিও দেন। উদ্দেশ্য একটাই— পরিবার পরিকল্পনা, সচেতনতা এবং নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে সমাজে জোর বার্তা পৌঁছে দেওয়া। নার্সিং বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এরকম সচেতনতামূলক নাটকের আয়োজন করা হবে বিভিন্ন গ্রামে ও ব্লকে।

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

» সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে বইওয়ালা প্রকাশনের উদ্যোগে প্রকাশিত কয়েকটি বইয়ের আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচিত হয়। প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প ও কবিতার দশটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন বিভাস রায়চৌধুরী, তন্ময় চক্রবর্তী। বইগুলো হল ড. ক্ষুদিরাম দাসের প্রবন্ধ 'বাংলা বানান', ড. অসীম শীলের ছোট গল্প সংকলন 'পথ চলার গল্প কথা', ড. মানস দাসের চিকিৎসা সংক্রান্ত বই 'সুখে অসুখে', আইনজীবী নাফিসা খানের উপন্যাস 'মকবুল', দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 'ও মন', সুপ্রিয় দাশগুপ্তের কাব্যগ্রন্থ 'নিঃসঙ্গতা পাহাড় ও আমি' ও রাকেশ বর্মনের কাব্যগ্রন্থ 'এইদিন প্রকাশিত হয়' এবং চলচ্চিত্র সমালোচক চণ্ডী মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে গোদারের দুটি চিত্রনাট্য। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, কবিতাপাঠ শ্রুতি নাটক। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

নদী বিষয়ক সেমিনার

» জলের উপর মানব সভ্যতার একচেটিয়া আধিপত্য থাকতে পারে না— এমন মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট নদী বিশেষজ্ঞ ড. কল্যাণ রুদ্র। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ ও ন্যাশনাল বার্তা রিসার্চ সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, নদী একটি স্বতন্ত্র বাস্তুতন্ত্র, যার ওপর শুধু মানুষ নয়, সমগ্র জীবজগৎ নির্ভরশীল। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও সিন্ধুর জলবণ্টন ঘিরে উপমহাদেশের দেশগুলির মধ্যে যে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব চলছে, তা শুধু রাজনৈতিক সমস্যা নয়, পরিবেশের জন্য মারাত্মক বিপদ। নদী বিশেষজ্ঞরা বলেন, সভ্যতার ইতিহাস মানেই জলের ইতিহাস। এই ইতিহাসের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নদীর ওপর নির্বিচারে বাঁধ ও ব্যারাজ নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হচ্ছে এবং নদীর বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হচ্ছে বলে সমালোচনা করেন তাঁরা। ফরাক্কা ব্যারাজ, তিস্তা জলবণ্টন ও সিন্ধু চুক্তি ঘিরে তৈরি হওয়া সমস্যা এবং ইতিহাসে ইউফ্রেটিস নদীর জল নিয়ে প্রাচীন বিবাদের উদাহরণ তুলে ধরেন বিশেষজ্ঞরা। পরিবেশ রক্ষায় এবং জলসম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনায় 'হাইড্রোলিক উইজডম' বা জলের প্রজ্ঞার প্রয়োজনীয়তার কথাও উঠে আসে সেমিনারে। কল্যাণবাবু বলেন, দক্ষিণবঙ্গের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী দামোদরের কারণে বন্যা হয় বলে তাকে বাংলার দুঃখ নদী বলা হয়। কিন্তু এই নদী দক্ষিণবঙ্গকে একটা উর্বর জমিতে পরিণত করেছে। তাই ইতিহাস নতুন করে লেখা উচিত। সেই দায়িত্ব বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রদেরই নেওয়ার কথা বলেন কল্যাণবাবু। এদিনের সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ও নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর রঞ্জন চক্রবর্তী, ন্যাশনাল বার্তা রিসার্চ সেন্টারের হাসান গায়েন-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। আলোচনায় ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান ও দামোদর নদীর ভূমিকা নিয়েও গুরুত্ব দিয়ে কথা বলেন বক্তারা।

পশুপালন ও মৎস্য সম্মেলন

» ৩ জুলাই পার্ক হোটেলে 'গ্রামীণ জীবিকা বিশ্ববাজারে : পশ্চিমবঙ্গের প্রাণিসম্পদ ও জলজ চাষের সম্ভাবনা বৃদ্ধি' শীর্ষক পশুপালন ও মৎস্য সম্মেলনের আয়োজন করে এমসিসিআই। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের চেয়ারম্যান প্রদীপ মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য, জলজ চাষ, জলজ সম্পদ ও মৎস্যবন্দর প্রতিমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের বিশেষ সচিব ড. অভিজিৎ শেখালে, আইএএস এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. উৎপলকুমার কর্মকার সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

বিপন্নদের পাশে

» আস্থা ও ঈশ্বর সংকল্প-র যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয় মনোগ্রাফ। এই মনোগ্রাফ শহরের সংকটকালে সমাজের প্রান্তিক মানুষের প্রতি সহানুভূতি, সহায়তা এবং একাত্মতার অভূতপূর্ব উদাহরণ তুলে ধরে। অসংখ্য ছোট দোকানদার, পাড়া-প্রতিবেশী, সাধারণ শুশ্রূষাকর্মী— যাঁরা করোনা লকডাউনের সময় অবহেলিত, গৃহহীন ও মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষেরদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন— তাঁদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে মূল আকর্ষণ ছিল আলোচনাসভা- 'লাইফলাইন ইন ক্রাইসিস: প্রান্তিকের পাশে কলকাতার অন্তরের স্পন্দন'। আলোচনায় উঠে এল কীভাবে সাধারণ মানুষ এবং সমাজকর্মীরা হাতে হাত মিলিয়ে বিপন্নদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অঞ্জনকুমার চক্রবর্তী, অশোক বিশ্বনাথন, মানসী রায়চৌধুরী, মীনাক্ষী সান্যাল, পণ্ডিত তন্ময় বোস, সুমিত আগরওয়াল। ঈশ্বর সংকল্প-র সহ-প্রতিষ্ঠাতা সর্বাণী দাস রায় বলেন, এই মনোগ্রাফ কোনও কাগুজে দলিল নয়— বরং এটা চেতনার দলিল। সংকটের সময়ে যাঁরা সমাজের প্রান্তে থেকেও একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরাই প্রকৃত সমাজের মুখ।

মাঠে ময়দানে
14 July, 2025 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এই দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে ফিরবই, উইম্বলডন ফাইনালে হারের পর আনিসিমোভা

প্রথম উইম্বলডন ট্রফি সিনারের

লন্ডন, ১৩ জুলাই : ফরাসি ওপেনে তাঁর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিলেন কার্লোস আলকারেজ। তিনটি চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট বাঁচিয়ে রোলাঁ গারোজে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনে খেতাব জিতেছিলেন রাফায়েল নাদালের ভাবশিষ্য। ঠিক ৩৬ দিন পর উইম্বলডনের সেন্টার কোর্টে মধুর প্রতিশোধ নিয়ে ইতিহাস গড়লেন জানিক সিনার। ১৪৮ বছর পুরনো ঐতিহ্যের উইম্বলডনে ইতালির প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে শিরোপা জিতলেন সিনার।

প্রথম সেট হেরেও উইম্বলডনে আলকারেজের হ্যাটট্রিক আটকে ইতালীয় তারকা বুঝিয়ে দিলেন কেন তিনি বিশ্বের এক নম্বর। সিনার ফাইনালে আলকারেজকে হারালেন চার সেটের লড়াইয়ে। খেলার ফল ৪-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪। ছ'বার উঠে এই প্রথম কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে হারলেন আলকারেজ। ঘাসের কোর্টে প্রথম ট্রফি সিনারের।

এদিকে ২৩ বছরের মার্কিন তরুণী আমান্ডা আনিসিমোভা নিজের নাম ইতিহাসের পাতায় তুলেছেন ম্যাচ জিতে নয়, হেরে। উইম্বলডনে মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর পোলিশ তারকা ইগা সুইয়াটেকের কাছে আমান্ডা হেরেছেন ০-৬, ০-৬ ফলে। আমান্ডার এমন বিপর্যয়ের পর তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে এসেছেন কিংবদন্তি রাফায়েল নাদাল।

২২ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী ফরাসি তারকা উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন আনিসিমোভাকে। সমাজমাধ্যমে রাফা লিখেছেন, 'গর্বিত হও আনিসিমোভা আমান্ডা! গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালিস্ট'। ফাইনাল হারের পর ভেঙে পড়া মার্কিন তরুণীকে এভাবেই মানসিকভাবে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন নাদাল।

খেলার মাঠে জয়-পরাজয় থেকেই শিখতে হয়। ফাইনাল পর্যন্ত আসাটাও গর্বিত করার মতো পারফরম্যান্স। এটাই আসলে আনিসিমোভাকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস আইকন। এই প্রসঙ্গে বেশ কয়েক বছর আগে নাদালের একটি সাক্ষাৎকারও সমাজমাধ্যমে শেয়ার হয়েছে। সেখানে ফরাসি তারকা বলেছিলেন, আমার কেরিয়ারে দেখেছি, জয়-পরাজয় দুটোকেই ভালভাবে মেনে নিতে হবে। আমি যখন জিতেছি তখন শান্ত থেকেছি এবং হারের পরও একইরকম শান্ত থাকার চেষ্টা করেছি।

ইতিহাস গড়ার পর সিনার। রবিবার উইম্বলডনে।

মিডিয়াকে তোপ দাগলেন ইগা

লন্ডন, ১৩ জুলাই : কেরিয়ারের প্রথম উইম্বলডন খেতাব জিতেই নিজের দেশের সংবাদমাধ্যমকে একহাত নিলেন ইগা সুইয়াটেক! সাফ জানালেন, আমাকে নিজের কাজটা করতে দিন। দয়া করে নাক গলাবেন না।

চলতি বছরে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং ফ্রেঞ্চ ওপেনের সেমিফাইনালে হারের পর, পোল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছিল ইগার। লেখা হয়েছিল, মাথা ঘুরে গিয়েছে। টেনিসের থেকে বেশি ফোকাস এখন অন্য বিষয়ে। ইগার খেলার ধরন ও কোচিং স্টাফদের নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল পোলিশ মিডিয়া। এবার পাল্টা দিলেন ইগাও। তিনি বলেন, আমরা ক্রীড়াবিদরা সাধারণত বাইরের কথার প্রতিক্রিয়া দিই না। কিন্তু গত কয়েকটা মাস ধরে পোল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম আমাকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে চলেছে। ওরা খুব খারাপভাবে আমার এবং আমার কোচিং টিমের সমালোচনা করেছে।

এখানেই না থেমে সদ্য উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন আরও বলেছেন, আশা করি, এবার ওরা আমার বিষয়ে নাক গলানো বন্ধ করবে। আমাকে নিজের কাজ করতে দেবে। সেরা ব্যক্তিরাই আমার কোচিং টিমে রয়েছেন। আমিও নিজের যোগ্যতা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছি। মানুষের আরও প্রত্যাশা থাকতেই পারে। তবে এটা আমার জীবন, আমার কেরিয়ার। টেনিস একটা মনস্তাত্ত্বিক খেলা। সবার পক্ষে তো সব টুর্নামেন্ট জেতা সম্ভব নয়। এটা সবাইকে মাথায় রাখতে হবে।

১৯১১ সালে ডোরা বুথবিকে ৬-০, ৬-০ সেটে হারিয়ে মেয়েদের উইম্বলডন খেতাব জিতেছিলেন ডরোথি ল্যাম্বার্ট চেম্বার্স। ১১৪ বছরের পুরনো সেই রেকর্ড স্পর্শ করেছেন। উচ্ছ্বসিত ইগা বলছেন, অবিশ্বাস্য লাগছে। এর আগে কখনও উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনাল টপকাতে পারিনি। তাই চ্যাম্পিয়ন হওয়া আমার কাছে স্বপ্নের মতোই। আমি আমার টিম এবং কোচকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। ওঁদের ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব ছিল না।

উইম্বলডনের স্মারক তোয়ালে হাতে ইগা।

মাঠে ফিরেই ছন্দে ডি'মারিয়া

রোজারিও, ১৩ জুলাই : ১৮ বছর পর ছোটবেলার ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালের হয়ে খেলতে নেমেই গোল পেলেন অ্যাঞ্জেল ডি'মারিয়া। যদিও ম্যাচের শেষদিকে চোটও পেলেন। ঘরের ছেলেকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানান এস্তাদিও জিহান্তে দে আরোয়িতো স্টেডিয়ামে হাজির প্রায় ৪৬ হাজার সমর্থক। যা দেখে চোখের জল সামলাতে পারেননি বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন তারকা। শুধু তাই নয়, গোদোই ক্রুজের বিরুদ্ধে প্রিমিয়ার ডিভিশনের ম্যাচের ৭৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে রোজারিওকে এগিয়ে দেন ডি'মারিয়াই। কিন্তু ৮৯ মিনিটে বিপক্ষের এক ফুটবলারের কড়া ট্যাকলে গোড়ালিতে চোট পেয়ে স্ট্রেচারে চড়ে কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন ৩৭ বছর বয়সি উইঙ্গার। আর ডি'মারিয়া মাঠ ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ১-১ করে দেয় প্রতিপক্ষ দল। ফলে ছোটবেলার ক্লাবে প্রত্যাবর্তন ম্যাচে জয় অধরাই থেকে গিয়েছে ডি'মারিয়ার।

ফের জোড়া গোল, অপ্রতিরোধ্য মেসি

ফ্রি-কিক থেকে প্রথম গোল করছেন মেসি। রবিবার মেজর লিগ সকারে।

ফ্লোরিডা, ১৩ জুলাই : মেজর লিগ সকারে ফের মেসি-ম্যাজিক! টানা পাঁচ ম্যাচে জোড়া গোলের নজির গড়লেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। মেসির দাপটে ন্যাশভিলের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে ম্যাচ জিতেছে ইন্টার মায়ামি।

ক্লাব বিশ্বকাপের আগে মন্ট্রিয়ল ও কলম্বাস ক্রু-র বিরুদ্ধে জোড়া গোল করেছিলেন মেসি। ক্লাব বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পর, মন্ট্রিয়লের বিরুদ্ধে ফিরতি ম্যাচেও জোড়া গোল করেন মেসি। তার পর নিউ ইংল্যান্ড ও এবার ন্যাশভিল। নিউ ইংল্যান্ড ম্যাচেই টানা চার ম্যাচে জোড়া গোলের রেকর্ড গড়েছিলেন। এবার নিজের গড়া রেকর্ড নিজেই ভেঙে দিলেন মেসি। সব মিলিয়ে মার্কিন লিগে শেষ পাঁচ ম্যাচে ১০ গোল ও ৪টি অ্যাসিস্ট করেছেন মেসি। ন্যাশভিলের বিরুদ্ধে ১৭ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে অনবদ্য গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন মেসি।

যদিও ৪৯ মিনিটে ১-১ করে দিয়েছিলেন ন্যাশভিলের হ্যানি মুখতার। তবে ৬২ মিনিটে ফের গোল করে ইন্টার মায়ামির জয় নিশ্চিত করেন মেসি। বিপক্ষ গোলকিপার জো উইলিসের ভুল পাস থেকে বল পেয়ে তা জালে জড়াতে ভুল করেননি তিনি। এই জয়ের সুবাদে ১৯ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগের ইস্টার্ন কনফারেন্স গ্রুপের পাঁচে উঠে এল ইন্টার মায়ামি।

টি-২০ সিরিজে অধিনায়ক মার্শ

মেলবোর্ন, ১৩ জুলাই : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-২০ সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ। অ্যাসেজ সিরিজের কথা মাথায় রেখে প্যাট কামিন্স, ট্রাভিস হেড, মিচেল স্টার্ক-সহ টেস্ট দলের একাধিক তারকাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। আগামী ২০ জুলাই থেকে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। ঘোষিত ১৬ জনের দলে রাখা হয়নি ক্যামেরন গ্রিন, বিউ ওয়েবস্টার, স্পেনসার জনসন, জস হ্যাজলউডদের। ডাক পেয়েছেন জ্যাক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক, জেভিয়ার বার্টলেট, নাথান এলিস, ম্যাথু শর্ট, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলদের। টেস্ট অধিনায়ক কামিন্স টানা সাতমাস ধরে খেলে চলেছেন। তিনি আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সাদা বলের সিরিজে না খেলার। জানা গিয়েছে, অ্যাসেজের আগে কোনও সাদা বলের সিরিজ খেলবেন না কামিন্স। প্রয়োজনীয় বিশ্রামের পর ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে অ্যাসেজের প্রস্তুতি নেবেন।

নিয়মরক্ষার ম্যাচে হার হরমনপ্রীতদের

বার্মিংহাম, ১৩ জুলাই : সিরিজ আগেই পকেটে পুরে ফেলেছিলেন। তবে নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে ৫ উইকেটে হেরে গেলেন হরমনপ্রীত কৌররা। তাতেও ৩-২ ফলে টি-২০ সিরিজ জিততে কোনও সমস্যা হয়নি। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৬৭ রান তুলেছিল ভারত। জবাবে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৮ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ইংল্যান্ড।

স্মৃতি মান্ধানা (৮), জেমাইমা রডরিগেজ (১), হরমনপ্রীতরা (১৫), রান পাননি। তবে ভারতকে লড়াই করার মতো রানে পৌঁছে দিয়েছিল শেফালি ভার্মার ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরি। ৪১ বলে ১৩টি চার ও ১টি ছয় মেরে ৭৫ করে আউট হন শেফালি। ১৬ বলে ২৪ রান করেন রিচা ঘোষ। রান তাড়া করতে নেমে, প্রথম উইকেটে ১০১ রান যোগ করে দলের জয়ের ভিত গড়ে দেন ইংল্যান্ডের সোফিয়া ডাঙ্কলে এবং ড্যানি হোয়াইট। ৩৭ বলে ৫৬ করে আউট হন ড্যানি। ৩০ বলে ৪৬ করেন সোফিয়া। ট্যামি বিউমন্টের অবদান ২০ বলে ৩০। ভারতের দীপ্তি শর্মা ও অরুন্ধতী রেড্ডি দু'টি করে উইকেট পান।

ব্যর্থ শেফালির লড়াই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

14 July, 2025 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৪ জুলাই ২০২৫
সোমবার

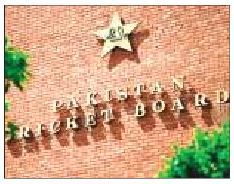

পুলিশের খাবারের জন্য খরচ ৬৩ কোটি! আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ পিসিবি

আজ জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে ডায়মন্ড হারবার

প্রতিবেদন: একদিকে সিনিয়র দলের ডুরান্ড কাপের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে, পাশাপাশি তারুণ্যে আস্থা রেখে কলকাতা লিগে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ডায়মন্ড হারবার এফসি। সোমবার ঘরোয়া লিগের ম্যাচে এরিয়ানের মুখোমুখি তারা। জয়ের হ্যাটট্রিকের সামনে ডায়মন্ড হারবার।

প্রথম ম্যাচে শ্রীভূমির কাছে আটকে গেলেও পরের দুই ম্যাচ জিতে ছন্দে ফিরেছে ডায়মন্ড হারবার। উয়াড়ি এবং শক্তিশালী ভবানীপুরকে হারিয়ে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সের দৌড়ে কিবু ভিকুনার দল। স্প্যানিশ কোচ কলকাতা লিগে ডায়মন্ড হারবারকে কোচিং না করালেও বকলমে কিবুই সবকিছু টিমের। সিনিয়র টিমকে তিনি ডুরান্ডের জন্য তৈরি করছেন। স্প্যানিশ কোচের পরামর্শ মেনেই লিগে কোচিং করাচ্ছেন দীপাঙ্কুর শর্মা। দলগঠন থেকে রণকৌশল সবই ডায়মন্ড হারবারকে আই লিগে তোলা কোচ কিবুর মস্তিষ্কপ্রসূত।

ভবানীপুরের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে জবি জাস্টিন, নরহরি শ্রেষ্ঠাদের মতো সিনিয়রদের খেলানো হলেও

সোমবার এরিয়ান ম্যাচে রিজার্ভ দলের ফুটবলারদের উপরই আস্থা রাখছে ডায়মন্ড হারবার। আগের ম্যাচে ভবানীপুর শক্ত প্রতিপক্ষ ছিল। তার উপর দলে বেশ কয়েকজন ফুটবলার জ্বরে কাবু ছিলেন। তাই জবিদের খেলাতে হয়েছিল। সিনিয়র ফুটবলাররা ডুরান্ডে ফোকাস করছে। কলকাতা লিগে তরুণদের উপর ভরসা রেখেই বাজিমাত করার চেষ্টায় ডায়মন্ড হারবার। তাই এরিয়ানের বিরুদ্ধে সুপ্রতীপ হাজরা, দীপু হালদার, পবন, নয়ন টুডু, বেঞ্জামিনরাই তুরুপের তাস ডায়মন্ডের। আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় বিশাল দাস এরিয়ানের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না। সোমবার সকালে ফুটবলারদের ফিটনেস কন্ডিশন দেখে প্রথম একাদশ বেছে নেবেন ডায়মন্ড হারবার কোচ। প্রতিপক্ষ এরিয়ান আগের তিনটি ম্যাচ হেরেছে। কোচ সরে গিয়েছেন। নতুন কোচ এসেছেন। তবু এরিয়ানকে সমীহ করছে ডায়মন্ড হারবার। দলের সহকারী কোচ অভিষেক দাস বললেন, এরিয়ান লড়াকু দল। অতীতে বড় দলকে হারিয়েছে। নতুন কোচের অধীনে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া থাকবে। আমরা ওদের হালকাভাবে নিচ্ছি না।

ডার্বির ভেনু নিয়ে অন্ধকারে দুই প্রধান

প্রতিবেদন: কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের ডার্বি হওয়ার কথা আগামী ১৯ জুলাই। সিনিয়র দল নাই বা খেলুক, কলকাতা ডার্বি মানেই তার মর্যাদা ও গুরুত্ব আলাদা। কিন্তু পাঁচদিন আগেও মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দুই প্রধানই অন্ধকারে বড় ম্যাচের ভেনু নিয়ে। আইএফএ-র অপেশাদারিত্ব, উদাসীনতা ও পরিকল্পনার অভাবে ডার্বির ভেনু, টিকিট বিক্রি সংক্রান্ত কোনও তথ্যই কারও কাছে নেই। দুই প্রধানের সমর্থকরা জানেন না, কবে, কোথা থেকে পাওয়া যাবে ডার্বির টিকিট। আশ্চর্যের ব্যাপার, পাঁচদিন আগে ডার্বির ভেনুই চূড়ান্ত করতে পারেনি আইএফএ। সচিব

মোহনবাগান অনুশীলনে সুহেল।

অনির্বাণ দত্তের কাছে পাঁচদিন নাকি অনেক সময়। তাঁর কথায়, দু'দিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে আশা করছি। বেশ কিছু ভেনু নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। পুলিশের অনুমতির ব্যাপার রয়েছে। ভালভাবেই ডার্বি হবে। প্রতি বছরই কলকাতা লিগ নিয়ে ল্যাজেগোবরে অবস্থা হয় আইএফএ-র। তবু ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারে না তারা।

তিন ফরম্যাটেই বিরাট সেরা : কেন

লন্ডন, ১৩ জুলাই : গত ১৫ বছরে ক্রিকেটের সব ফরম্যাটে সেরা ব্যাটারের নাম বিরাট কোহলি। সাফ জানালেন কেন উইলিয়ামসন।

স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উইলিয়ামসন বলেছেন, ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি, গত ১৫ বছরে বিরাট কোহলিই সব ফরম্যাটের সেরা ব্যাটার। যাবতীয় প্রতিকূলতাকে জয় করে দিনের পর দিন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে। ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে। যখন একে অন্যের বিরুদ্ধে খেলি, তখন আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী। নিজেদের সেরাটা দেওয়া চেষ্টা করি। তবে বাকি সময় কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না।

উইলিয়ামসন আরও যোগ করেছেন, বিরাট ও আমার সম্পর্কে একটা বৃত্ত রয়েছে। আমরা শুধু ক্রিকেটই খেলিনি, নিজেদের মধ্যে সম্পর্কও দারুণ একটা বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছি। সেই অনূর্ধ্ব ১৯ দলে খেলার সময় থেকেই আমরা একে অন্যেকে চিনি। বয়স যত বেড়েছে, সেই বন্ধুত্ব আরও মজবুত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ড সফরের আগে টেস্ট অবসরের কথা ঘোষণা করে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন বিরাট। টি-২০ ফরম্যাটকে বিদায় জানিয়েছিলেন আগেই। ভারতের হয়ে তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটে ৬১৭ ইনিংসে মোট ৮২টি সেঞ্চুরি ও ১৪৩টি হাফ সেঞ্চুরি-সহ মোট ২৭,৫৯৯ রান করেছেন কিং কোহলি।

ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি খরা কাটানোর বার্তা বিপিনের

ডুরান্ডের প্রস্তুতিতে বিপিন, এডমুন্ডরা। রবিবার।

প্রতিবেদন: রবিবার থেকেই ডুরান্ড কাপের প্রস্তুতি শুরু করল ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র দল। নতুন রিক্রুট মুম্বই সিটি এফসি-র হয়ে আইএসএল লিগ-শিল্ড ও কাপ জয়ী বিপিন সিংয়ের পাশাপাশি এডমুন্ড লালরিনডিকা, রামসাঙ্গা, মার্তণ্ড রায়নার মতো নতুন মুখও প্রথম দিন লাল-হলুদ অনুশীলনে দেখা যায়। জাতীয় দলে খেলা বিপিনের মতো তারকা উইঙ্গারের সঙ্গে দু'বছরের চুক্তি করেছে ইস্টবেঙ্গল। এদিনই বিপিন ও প্রতিশ্রুতিমান ভারতীয় স্ট্রাইকার এডমুন্ডের নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করল ক্লাব। ইস্টবেঙ্গলে সই করে বিপিনের চোখ ডার্বিতে। অভিজ্ঞ মণিপুরী উইঙ্গার জানালেন, তিনি ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ডার্বি জিততে চান।

বিপিনের কথায়, ইস্টবেঙ্গলের মতো ঐতিহাসিক ক্লাবে সই করে আমি সম্মানিত। গোল করে এবং গোলে সহায়তা করে ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যে অবদান রাখার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কলকাতা ডার্বিতে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। ক্লাবকে ডার্বি এবং ট্রফি জিতিয়ে লাল-হলুদ সমর্থকদের মন জয় করতে চাই।

তরুণ এডমুন্ড তাঁর পুরনো দলে ফিরলেন। ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে ২৬ বছরের মিজো উইঙ্গার বলেছেন, ইস্টবেঙ্গলে ফিরে আসতে পেরে দারুণ খুশি। প্রথমবার এই ক্লাবে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলাম। এবার ডার্বি, ট্রফি সব জিততে চাই। প্রথমদিনের অনুশীলনে শুধু ছিলেন না আনোয়ার আলি, প্রভসিমরন সিং গিল ও নন্দকুমার। হেড কোচ অস্কার ব্রুজো শহরে আসছেন ১৭ জুলাই রাতে। ২৩ জুলাই ডুরান্ডে প্রথম ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের। অস্কারের ভারতীয় সহকারী বিনো জর্জ এদিন বৃষ্টির মধ্যে হালকা অনুশীলন করালেন দলকে। অনুশীলনে যোগ দেন নতুন গোলকিপার কোচ সন্দীপ নন্দী। শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারের সঙ্গে বিনো এবং ক্লাবের হেড অফ ফুটবল থাংবোই সিংটোর মধ্যে মাঠেই একপ্রস্থ মিটিং হয়। পরে শীর্ষকর্তা বলেন, সব বিদেশি নিয়েই ডুরান্ডে খেলবে দল। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে সবাইকে কলকাতায় নিয়ে আসতে চাইছে ক্লাব।

বৃষ্টিতে পণ্ড মহামেডান ম্যাচ

প্রতিবেদন: প্রবল বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল গেল কলকাতা লিগে মহামেডান স্পোর্টিং বনাম আসোস রেনবো এফসি-র ম্যাচ। বৃষ্টি না কমায় ম্যাচ শুরুই করা যায়নি। স্থগিত ম্যাচটি কবে হবে, তা পরে জানাবে আইএফএ। ইনভেস্টর সমস্যা এবং ফিফার ট্রান্সফার ব্যান থাকায় চূড়ান্ত হয়ে থাকা হীরা মণ্ডল, ইসরাফিল দিওয়ান, রবি হাঁসদা, ফারদিন আলি মোল্লার মতো ফুটবলারদের সই করাতে পারছে না মহামেডান। তাই আইএফএ-কে চিঠি দিয়ে মহামেডান জানিয়েছে, ভূমিপুত্র খেলানোর নিয়মে তাদের ছাড় দেওয়ার জন্য। অথবা তাদের ম্যাচ আপাতত স্থগিত রাখার অনুরোধও জানিয়েছে মহামেডান। আইএফএ জানিয়েছে, লিগ কমিটির বৈঠকে মহামেডানের আবেদন নিয়ে আলোচনা হবে।

নির্বাচকদের কাছ থেকে সাড়া পাইনি

টেস্ট কামব্যাক নিয়ে রাহানে

লন্ডন, ১৩ জুলাই : ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পর থেকেই টেস্ট দলে ব্রাত্য। কিন্তু দেশের হয়ে লাল বলের ফরম্যাটে খেলার স্বপ্ন এখনও দেখেন ৩৭ বছর বয়সি ডানহাতি ব্যাটার। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে রান করার পরেও ইংল্যান্ড সফরের দলে রাহানের নাম বিবেচিত হয়নি। এমনকী, নির্বাচকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও কোনও সাড়া পাননি।

এই মুহূর্তে লন্ডনে রয়েছেন রাহানে। লর্ডস টেস্ট দেখার পাশাপাশি উইম্বলডনের কয়েকটি ম্যাচও দেখেছেন। টেস্টে পাঁচ হাজারেরও বেশি রান করা রাহানে বলছেন, এখনও আমি টেস্ট খেলতে চাই। টেস্ট ক্রিকেট আমার দারুণ প্রিয়। সত্যি কথা বলতে কী, নির্বাচকদের সঙ্গে যোগাযোগ করারও চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোনও সাড়া পাইনি। আমি পারফর্ম করতে পারি। এর বেশি কিছু আমার হাতে নেই। আমি লাল বলের ক্রিকেট ভালবাসি। এটা আমার কাছে আবেগ। ভারতের হয়ে ৮৫টি টেস্ট খেলা রাহানে লাল বলের ক্রিকেটে দেশকে নেতৃত্বও দিয়েছেন কয়েকবার। বিরাট কোহলির অনুপস্থিতিতে, ২০২০-২১ মরশুমে রাহানের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ভারত। রাহানের বক্তব্য, প্রত্যেক অধিনায়কের নিজস্ব চিন্তাভাবনা থাকে। আমি যখন টেস্ট দলের নেতৃত্ব পেয়েছি, তখন নিজের মতো করে ভেবেছি। নিজের সহজাত প্রবৃত্তিকে গুরুত্ব দিয়েছে। অধিনায়কের ভূমিকায় সব সময় নিজের কাছে সৎ থাকার চেষ্টা করেছি।

মাঠে ময়দানে
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
14 July, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

লর্ডসের জাদুঘরে স্থান পেতে চলেছে কে এল রাহুলের সই করা টেস্ট জার্সি

হার-জিতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাহুল

ইংল্যান্ড ৩৮৭ ও ১৯২
ভারত ৩৮৭ ও ৫৮/৪

লন্ডন, ১৩ জুলাই : শেষবেলায় করুণ আর শুভমনের উইকেটে দামি হয়ে গেল। করুণ এমন বল ছাড়লেন যে সেটা স্ট্যাম্পের ঠিক সামনে পায়ে লাগল। ১৪ করে ফিরে গেলেন। পরের ধাক্কা আরও জোরালো। সেই কার্স। শুভমন (৬) ফুটওয়ার্ক ছাড়াই ডিফেন্স করলেন। বল প্যাডে। এরপর নাইট ওয়াচম্যান আকাশ (১)। তার আগে শুরুতেই যশস্বীকে (০) হারিয়েছিল ভারত। দিনের শেষে ৫৮/৪। দরকার ১৩৫ রান। হাতে ৬ উইকেট।

শুভমনদের টার্গেট ছিল ১৯৩। সেটা এখনও দূরে। একটা আস্ত দিন পড়ে। পরিস্থিতি বলছে লর্ডসে যদি কেউ এগিয়ে থাকে সেটা ইংল্যান্ড। পঞ্চম দিন বল নতুন থাকবে। ডিউক বলে পালিশ বেশি থাকে। রাহুল ৩৩ রানে ব্যাট করছেন। তিনিই ভরসা। তবে ঋষভ, জাদেজা, নীতীশ, ওয়াশিংটনরা আছেন। ফলে জয়ের আশা নেই বলা যাচ্ছে না। কিন্তু জয় কাদের কপালে আছে সেটা সময় বলবে। শুধু শেষদিনে রুদ্ধশ্বাস ক্রিকেটের অপেক্ষায় এখন লর্ডস।

সকালের দুটো ঘণ্টা কেন, তার পরেও অনেকটা সময় শুভমন সিমারদের উপর আস্থা রেখেছেন। হাতে বুমরা থাকলে তিনি সেটাই করবেন। কিন্তু ইংল্যান্ড যে ৬২.১ ওভারে ১৯২ রানে গুটিয়ে গেল, সেটা বুমরার জন্য নয়। তিনি ৩৮ রানে দুটি উইকেট নিয়েছেন। সিরাজেরও দুই উইকেট। কিন্তু চায়ের আগে ইংল্যান্ড

চার মারছেন রাহুল। রবিবার লর্ডসে।

ইনিংসে ধস নামিয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ২২ রানে শুধু চার উইকেট নেননি, রুট থেকে শুরু করে স্টোকস, স্মিথ, আর্চার সবাইকে বোল্ড করেছেন। আরও তথ্য, ইংল্যান্ড ইনিংসে সাতজন ব্যাটার বোল্ড হয়ে ফিরে গিয়েছেন।

হ্যারি ব্রুক আউট হওয়ার পর ইংল্যান্ড তবু ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। রুট (৪০) আর স্টোকস (৩৩) মিলে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এই দু’জন ফিরে যাওয়ার পর ইনিংস আর দাঁড়াতে পারেনি। জেমি স্মিথ (৮) এই সিরিজে রানের মধ্যে আছেন। ফলে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল দল। কিন্তু স্মিথ ওয়াশিংটনকে সামলাতে পারেননি। পরের দিকে একমাত্র ওকস (১০) দুই অঙ্কে পা রেখেছেন। বাকিরা এতদূরও আসতে পারেননি।

ইংল্যান্ড শেষ ৬ উইকেট ৩৮ রানে হারিয়েছে। ওয়াশিংটন তখন স্টোকসদের ঘাড়ে চেপে বসেছেন। এই উইকেটে বল বেশি মুভ করেনি। ওয়াশিংটন খুব বেশি যে বল ঘোরাতে পেরেছেন তাও নয়। কিন্তু তিনি যেহেতু বেশ লম্বা, তাই উপর থেকে মাটিতে বল ফেলার পর একটা স্বাভাবিক গ্রিপ পেয়েছেন। অনেক সময় বল ঘোরেনি। কিন্তু ব্যাটাররা স্পিন করবে ভেবে খেলে ঠকেছেন। বশির সবথেকে বড় উদাহরণ। বল তাঁর স্ট্যাম্প ফেলে দিয়েছে।

তার আগে ব্রুককে বোল্ড করে আকাশ দীপ যেভাবে মুষ্টিবদ্ধ হাত মাটিতে ছুঁড়ছিলেন, তাঁর যথেষ্ট কারণ আছে। একটু আগে পরপর দু’বলে আকাশকে স্কুপ মেরে বাউন্ডারিতে পাঠিয়েছিলেন ব্রুক। তারপর এক্সট্রা কভারের উপর দিয়ে ছক্কা। ফাস্ট বোলাররা এই শাসন ভালভাবে নেয় না। আবার সুইপ মারতে গিয়েছিলেন আকাশকে। ব্রুককে আউট করে ভিতরে পুষে রাখা ক্ষোভ উগরে দেন বঙ্গ পেসার। ইংল্যান্ড তখন ৮৭/৪।

মাইক আথারটনরা ব্রুকের উইকেটকে গিফট উইকেট বলছেন। কিন্তু তার আগে সকালে যে তিনটে উইকেট চলে গেল, সেগুলো কিন্তু গিফটেড উইকেট নয়। সিরাজ ডাকেট (১২) আর পোপকে (৪) ফিরিয়েছেন। ক্রলিকে (২২) নিয়েছেন নীতীশ। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এটাই, এই চার উইকেটের একটাও বুমরার নয়। কিন্তু তারপরও দু’ঘণ্টায় ইংল্যান্ড ৯৬ রান তুলতে ৪ উইকেট হারিয়েছে। ফলে শুভমনদের জন্য সকালটা ভালই কেটেছে।

নাসের হুসেন বলছিলেন অন্তত এই টেস্টে বোলাররা ছড়ি ঘোরাল। প্রথম দুই টেস্টে উল্টো ছবি ছিল। বিলক্ষণ। খেয়াল রাখতে হবে এখানে কেউ চারশো করেনি। বরং দুটো দল প্রথম ইনিংস শেষ করেছে সমান স্কোরে, ৩৮৭। এরপরও বলার, বুমরাকে ছাড়াই ইংল্যান্ড ইনিংসে ধাক্কা দেওয়া গিয়েছে। সিরাজ বুমরার ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন। বেরিয়ে এসেছেন। আকাশ বার্মিংহামে দশ উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডের আতঙ্ক হয়ে উঠেছেন। তাঁর ভিতরে আসা বল সমস্যায় ফেলছে। এদিন ওয়াশিংটনও সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন।

ক্রলির সঙ্গে বচসা, গিলকে পাল্টা জবাব দিলেন সাউদি

লন্ডন, ১৩ জুলাই : তৃতীয় দিন শেষবেলায় এক ওভারের বেশি খেলতে চায়নি ইংল্যান্ড। এজন্য ইচ্ছে করে দুই ওপেনার সময় নষ্ট করেন। ফলে জ্যাক ক্রলির সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে জড়িয়ে পড়েন শুভমন গিল। পরে দুই ইংল্যান্ড ওপেনার যখন দিনের খেলা শেষ করে ড্রেসিংরুমে ফিরছেন, ভারতীয় দলকে তাঁদের উদ্দেশে হাততালি দিতে দেখা যায়। এই ঘটনায় এবার কড়া প্রতিক্রিয়া এল প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটার টিম সাউদির কাছ থেকে। যিনি বর্তমানে ইংল্যান্ড দলের বোলিং পরামর্শদাতা। সাউদি ক্রলি-ডাকেটের সময় নষ্টের খেলায় কোনও অন্যায় দেখেননি। বরং বলেছেন এসব হল খেলারই অঙ্গ। তাঁর বক্তব্য, জানি না শুভমন ও ক্রলি কী নিয়ে কথা বলছিল। তবে দ্বিতীয় দিন শুভমনও তো খেলার ফাঁকে মাটিতে শুয়ে পড়ে ম্যাসাজ নিয়েছে দেখেছি। কে এল রাহুল দিনের শেষে বলেছেন, কী হয়েছে সেটা সবাই দেখেছেন। আমরা ৬ মিনিটে দুই ওভার বল করতে চেয়েছিলাম। সব দল এটাই করবে। কিন্তু ওদের নাটুকেপনায় সেটা হয়নি। তবে সাউদি আবার বলেছেন, দিনের শেষে এরকম ঘটনা খুব স্বাভাবিক। আর খুব উত্তেজক পরিস্থিতে দিনের খেলা শেষ হয়েছে। সবমিলিয়ে সাউদি ক্রলিদের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। শুভমনকে একহাত নিয়েছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার জোনাথন ট্রটও। তাঁর বক্তব্য, শুভমনের আচরণ কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। অধিনায়ক হিসাবে দলের মধ্যে দলের মধ্যে আগ্রাসী মানসিকতা তৈরি করা ওর কাজ। কিন্তু ওর এক পূর্বসূরি (পড়ুন বিরাট কোহলি) আঙুল তুলে বিপক্ষের দিকে তেড়ে যেত, শুভমন সেটাই অনুকরণ করার চেষ্টা করছে। মাঠে লড়াকু মানসিকতা অবশ্যই দেখাতে হবে। তবে দেখতে হবে, সেটা কখনও যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়।

ইংল্যান্ডকে প্রতারক বললেন ইঞ্জিনিয়ার

লন্ডন, ১৩ জুলা : লর্ডস টেস্টের তৃতীয় দিনের শেষ ওভারের উত্তেজক পরিস্থিতিতে উত্তপ্ত ক্রিকেটমহল। মার্কাস ট্রেসকোথিকের মতো ইংল্যান্ডের কয়েকজন প্রাক্তন এই নাটকীয় পরিস্থিতির জন্য শুভমন গিলের সমালোচনা করলেও ভারতের বর্ষীয়ান উইকেটকিপার ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার সময় নষ্টের কৌশলকে ‘প্রতারণা’ বলছেন। সুনীল গাভাসকরের মতো প্রাক্তন ব্যাটিং কিংবদন্তি আবার মনে করছেন, ইংল্যান্ডের অধিকাংশ ক্রিকেটার আইপিএল খেলে না বলেই রেষারেষির ব্যাপারটা এখনও রয়েছে।

লর্ডসে ক্রলি বনাম গিল।

ফারুখ অবশ্য সরাসরি ইংল্যান্ডকে ‘প্রতারক’ বলতে ছাড়লেন না। ৮৭ বছরের প্রাক্তন তারকা বললেন, অহেতুক সময় নষ্টের খেলাকে ইংরেজরা পেশাদারিত্ব বলবে। কিন্তু আমি বলব, এটা প্রতারণা। সময় নষ্টের কৌশল। ওরা আর একটা ওভার খেলতে চাইছিল না, এটা খুব স্পষ্ট ছিল। এটা অনৈতিক কাজ। আমার মনে হয় না, আমাদের ব্যাটসম্যানারা এতটা নির্লজ্জ কাজ করত। এটা ক্রিকেট নয়, প্রতারণা।

বাজবল ক্রিকেটেরও সমালোচনা করেছেন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বলেন, ইংল্যান্ড বাজবল খেলতে পারে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। ভারতের বিরুদ্ধে তারা পারে না। এটা আমি সবসময় বলে এসেছি। আমরা বাজবল খেললে অনেক আগেই সিরিজ জিতে যাব।

গাভাসকর মনে করছেন, বেন স্টোকস, জো রুটরা আইপিএল খেলেন না বলেই মাঠে দু’দলের ক্রিকেটাররা উত্তেজক লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ছেন। সানির বক্তব্য, আইপিএলে ইংল্যান্ডের খুব বেশি ক্রিকেটারকে খেলতে দেখা যায় না। বেন স্টোকস, জো রুট, বেন ডাকেট, ক্রলিরা আইপিএল খেলে না। তাই রেষারেষিটা রয়ে গিয়েছে। আইপিএল খেললে এটা থাকে না। একসঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগ করে নেওয়া, ট্রাভেল করার ব্যাপার থাকে। তাতে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়।

লর্ডসে সেঞ্চুরি বলেই আরও স্পেশাল: রাহুল

লন্ডন, ১৩ জুলাই : তাঁর কাছে লর্ডস বরাবর স্পেশাল। আর রান করতে পারলে আরও স্পেশাল। যেমন ২০২১-এর পর আবার এই সেঞ্চুরি। কে এল রাহুল বলেছেন, এই সেঞ্চুরি তাঁর কাছে খুব স্পেশাল।

বিসিসিআই একটি ভিডিও শেয়ার করেছে। তাতে রাহুল বলেছেন, এই সেঞ্চুরিতে তিনি যেমন তৃপ্ত, তেমনই গর্বিত। তাঁর কথায় ,আমি মাথার মধ্যে কিছু নিয়ে ব্যাট করতে নামি না। শুধু ফোকাস থাকে নিজের কাজের উপর। আর এই কাজ হল দলকে একটা ভাল শুরু দেওয়া। আমি নিজের খেলায় সন্তুষ্ট। ম্যাচের প্রেক্ষিতে খুব গুরুত্বপূর্ণও। এরকম পারফরম্যান্স করতে পেরে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি।

চার বছর আগে লর্ডসে রাহুল সেঞ্চুরি করেছিলেন। ম্যাচের সেরাও হন। তারপর এই ১০০। তাঁর সামনে ভারতীয়দের মধ্যে শুধু দিলীপ বেঙ্গসরকার। যাঁর লর্ডসে তিনটি সেঞ্চুরি রয়েছে। রাহুল এরপর বলেন, সবকিছু মিলিয়ে লর্ডসও আমার কাছে ভীষণ স্পেশাল। তাই এই সেঞ্চুরি আরও স্পেশাল হয়ে উঠেছে। এখানকার ঐতিহ্য, ইতিহাস মিলিয়ে এক অসাধারণ অনুভূতি। প্রত্যেকবার যখন লর্ডসে খেলতে আসি, এই ঐতিহ্য ও ইতিহাসের মনে পড়ে যায়।

রাহুল ঋষভের সঙ্গে জুটিতে ১৪১ রান তুলেছেন। একদিকে ঋষভ যখন আগ্রাসী ব্যাটিং করছেন, তখন শান্ত রাহুল তাঁকে সাপোর্ট দিয়েছেন। পরে অবশ্য ঋষভ রাহুলের ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে রান আউট হয়ে যান। রাহুল জানান, তিনি ঋষভকে বলেছিলেন যে সম্ভব হলে লাঞ্চের আগেই সেঞ্চুরি করে নিতে চান। ঋষভের রান আউট নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে রাহুল বলেন, কেউ এভাবে আউট হতে চায় না। ঋষভ আসলে স্ট্রাইক রোটেট করে আমাকে স্ট্রাইক দিতে চেয়েছিল। ওই সময় এভাবে উইকেট হারানো ঠিক হয়নি আমাদের।